কৃষিই সমৃদ্ধি

মুজিববর্ষে বিএডিসি
কৃষির সেবায় দিবানিশি

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

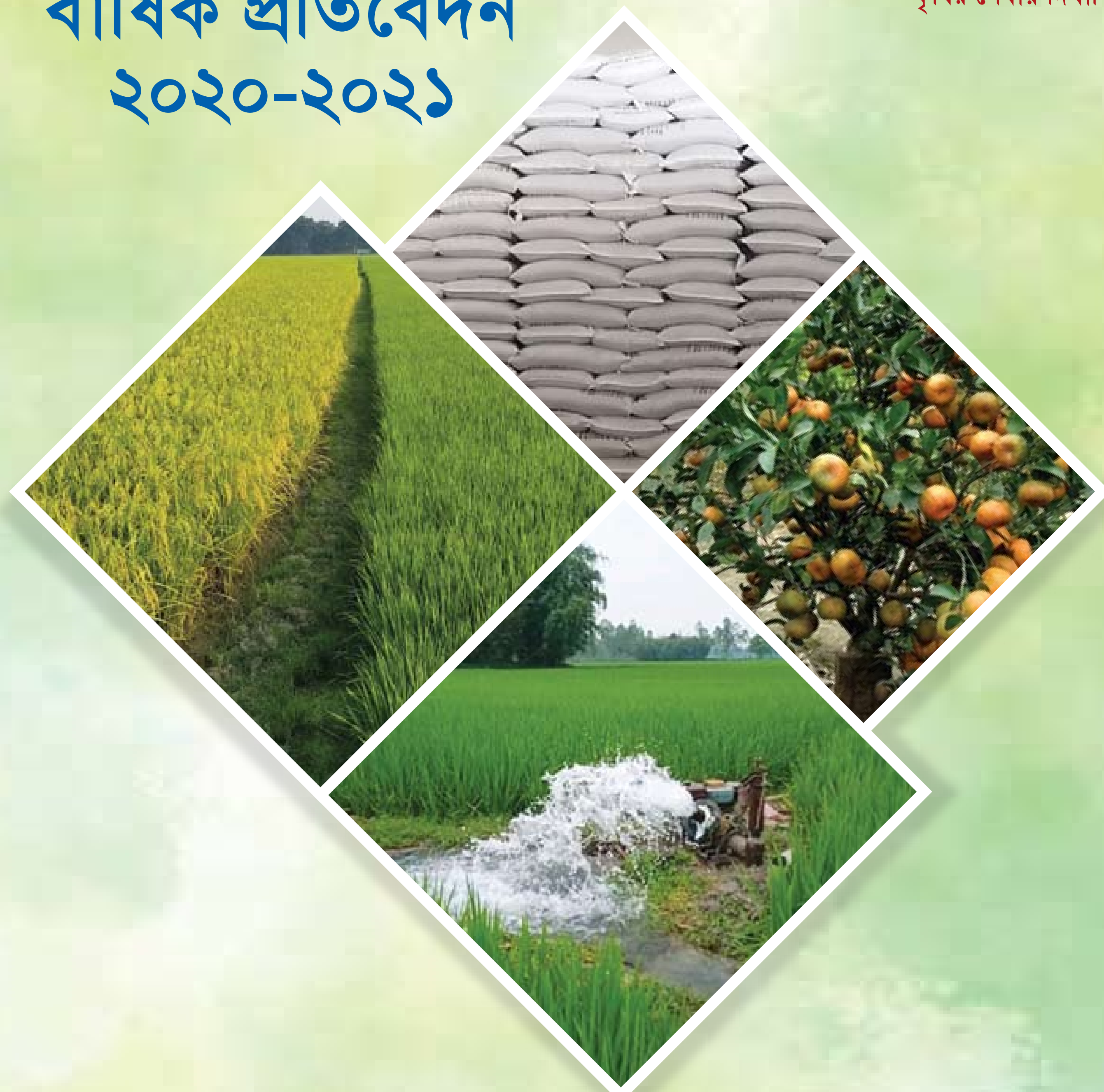

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি মন্ত্রণালয়

আমাদের চাষিরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে– বঙ্গবন্ধু

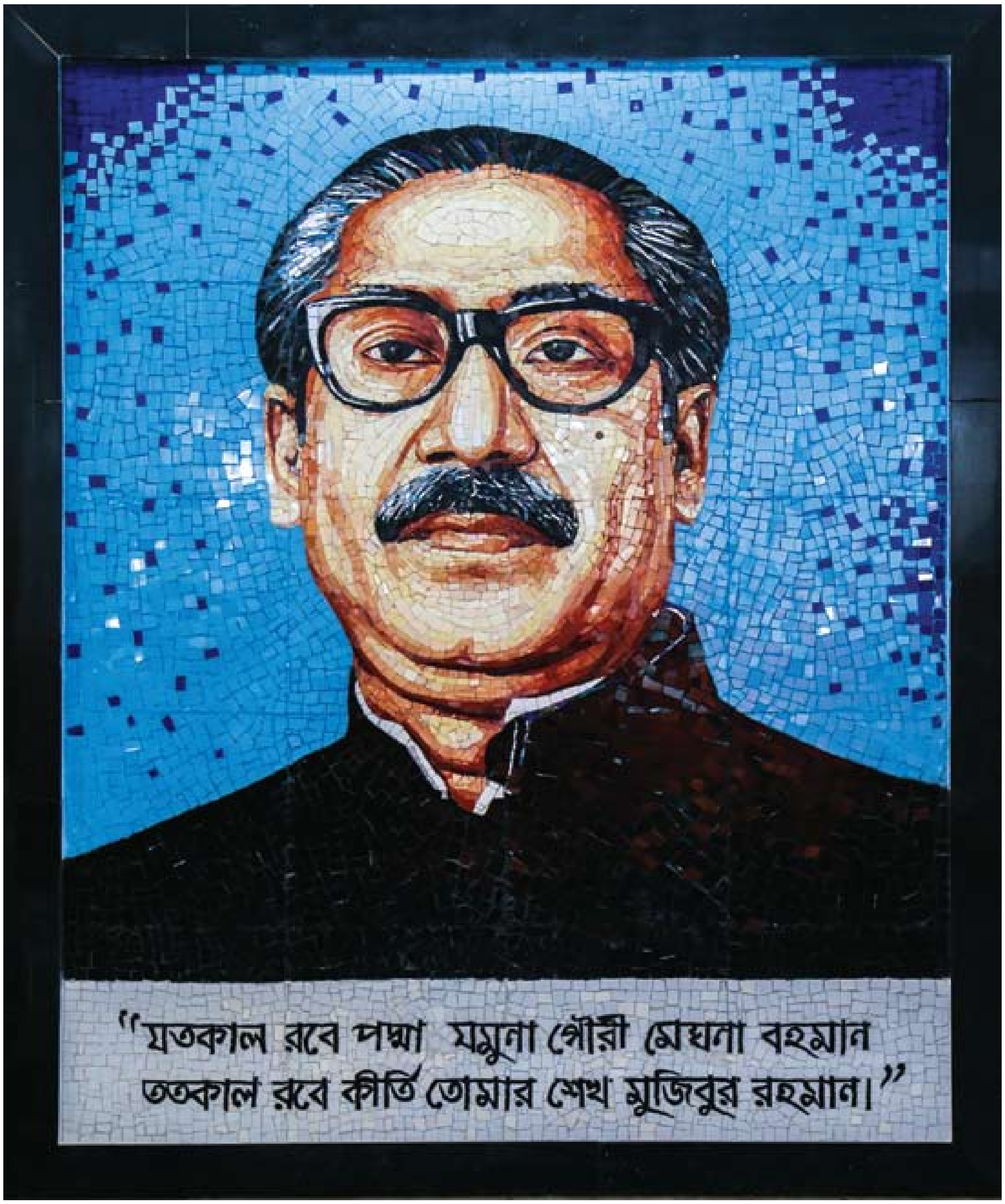

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনের প্রধান ফটকে স্থাপিত
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ম্যুরাল

মুজিববর্ষে বিএডিসি
কৃষির সেবায় দিবানিশি

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

সার্বিক তত্ত্বাবধান	:	এ এফ এম হায়াতুল্লাহ চেয়ারম্যান বিএডিসি, ঢাকা
প্রণয়ন	:	মোঃ আঃ ছাত্তার গাজী প্রধান (মনিটরিং) বিএডিসি, ঢাকা
সম্পাদনা	:	তাহমিনা বেগম যুগ্মপ্রধান (মনিটরিং) বিএডিসি, ঢাকা
সম্পাদনা সহকারী	:	মোঃ আব্দুল খালেক পরিসংখ্যানবিদ, বিএডিসি
কম্পোজ	:	রিমা পারভীন সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিএডিসি
প্রকাশনা	:	মনিটরিং বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
মুদ্রণ	:	চন্দ্রাবতী একাডেমি ২১ পুরানা পল্টন লাইন (দ্বিতীয় তলা), ঢাকা ১০০০

মুখবন্ধ

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। খাদ্য ও পুষ্টির যোগান, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির অবদান অপরিসীম। এজন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা-উত্তর দেশ পুনর্গঠনে কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিতে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। কৃষি খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ প্রদানপূর্বক তিনি কৃষি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পুনর্গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারও কৃষিবান্ধব নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। ফলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা যেমন নিশ্চিত হয়েছে, তেমনি কৃষি হয়ে উঠেছে টেকসই ও লাভজনক।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কৃষির তিনটি মুখ্য উপকরণ মানসম্পন্ন বীজ, সার ও সেচ সঠিক সময়ে সুলভ মূল্যে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর মাধ্যমে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে চলেছে। দেশের কৃষকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে বিএডিসি ৩৪টি বীজ উৎপাদন খামার ও ১১১টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উৎপাদিত উচ্চ মানসম্পন্ন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করে পরবর্তী মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিএডিসি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত/ সরবরাহকৃত সেচযন্ত্রের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করে আসছে। সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে সেচদক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিএডিসি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এর ফলে পানির অপচয়হ্রাসের পাশাপাশি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিএডিসি রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় তিউনিশিয়া ও মরক্কো হতে টিএসপি, মরক্কো ও সৌদি আরব হতে ডিএপি এবং বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে এমওপি সার আমদানি করছে। উক্ত তিন প্রকার নন-নাইট্রোজেনাস সার দেশব্যাপী সুলভ মূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত জাত নির্বাচনসহ কৃষির উন্নয়নে বিএডিসি'র প্রচেষ্টা ও কর্মকান্ডকে আরো ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বিএডিসি বর্তমানে গবেষণা কার্যক্রমও পরিচালনা করছে। বিএডিসি'র গবেষণা কার্যক্রম সফল হলে তা এ দেশের কৃষি উন্নয়নের গতিকে নিঃসন্দেহে আরও ত্বরান্বিত করবে। বিদেশে রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনে বিএডিসি কর্তৃক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কায় মোট ১,৫৪২ মে.টন আলু রপ্তানি করা হয়েছে। ফল ও সবজি রপ্তানি ত্বরান্বিত করার জন্য বিএডিসি কর্তৃক Vapour Heat Treatment Plant স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের গতিকে ত্বরান্বিত করতে বিএডিসি'র কম্পিউটার ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ই-জিপি ও ই-ফাইলিং এর ক্ষেত্রে বিএডিসি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। আলোচ্য বছরে বিএডিসি-তে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এবং বর্তমানে বিএডিসি'র কর্মকর্তা- কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ বিল-ভাউচার ইএফটি'র মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক এডিপিভুক্ত ২৬টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত ১৭টি কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রায় শতভাগ সফল এ সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিসহ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য তথ্য বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যসমূহ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের ক্ষেত্রে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যাদের সহযোগিতা, মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো তাদের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

এ এফ এম হায়াতুল্লাহ
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

সূচিপত্র

		মুখবন্ধ	
		নির্বাহী সারসংক্ষেপ	১১-১২
অধ্যায়-১		**প্রতিষ্ঠান পরিচিতি, প্রশাসন উইং, অর্থ উইং**	
	১.	পরিচিতি	১৫
	২.	রূপকল্প (Vision)	
	৩.	অভিলক্ষ্য (Mission)	
	৪.	কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	
	৫.	প্রধান কার্যাবলী	১৬
	৬.	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	
	৭.	বিএডিসি পরিচালনা পর্ষদ	
	৮.	প্রশাসন উইং	
	৯.	অর্থ উইং	১৭
	১০.	নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ	
	১১.	চিকিৎসাকেন্দ্র	
	১২.	ডে-কেয়ার সেন্টার	
	১৩.	অডিট আপত্তি	
	১৪.	গবেষণা কার্যক্রম	১৮-২২
অধ্যায়-২		**বীজ ও উদ্যান উইং**	
	১.	২০২০-২১ বর্ষে বিএডিসি কর্তৃক বীজ উৎপাদন ও বিতরণের পরিমাণ	২৫
	২.	বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ নেটওয়ার্ক	২৬
		ফসল সাব-সেক্টর : রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচি	২৭
	১.	বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	২৭-২৯
	২.	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	২৯-৩০
	৩.	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	৩১-৩২
	৪.	পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৩৩-৩৪
	৫.	বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৩৫-৩৬
	৬.	জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৩৭-৩৮
	৭.	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম	৩৮-৪০

	ফসল সাব-সেক্টর: এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৪১
১.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প	৪১-৪৩
২.	প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজ আলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজ আলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪৪
৩.	বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প	৪৫-৪৬
৪.	মানসম্পন্ন মসলাবীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প	৪৭-৪৮
৫.	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	৪৮-৫০
৬.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)	৫১-৫২
৭.	মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প	৫৩-৫৫
	ক্ষুদ্রসেচ উইং	
	সেচ সাব-সেক্টর : রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচি	৫৯
১.	সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় চিলাই নদীতে নির্মিত রাবার ড্যামের উজানে পানির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তীর সংরক্ষণ ও গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	৫৯-৬০
২.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি	৬০-৬১
৩.	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় চেল্লাখালীতে নির্মিত রাবার ড্যামের তীর সংরক্ষণ ও পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	৬১-৬২
৪.	নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় হাওরে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও কৃষকদের নিরাপদ ও দ্রুত ফসল পরিবহন সুবিধা প্রদান কর্মসূচি	৬২-৬৩
৫.	চট্টগ্রাম জেলার গুমাই বিলসহ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সেচ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্মসূচি	৬৩
৬.	মুন্সিগঞ্জ জেলায় ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৬৪
৭.	গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি কর্মসূচি	৬৫
৮.	গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি	৬৬
৯.	নোয়াখালী জেলার কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি	৬৭
১০.	খুলনা জেলার ডাকাতিয়া বিল জলাবদ্ধতা নিরসন ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	৬৮
	সেচ সাব-সেক্টর: এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৬৯
১.	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ প্রকল্প-৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত)	৬৯-৭৪
২.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৭৫-৭৬
৩.	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৭৬-৭৭

৪.	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৭৮-৭৯
৫.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৭৯-৮১
৬.	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৮২-৮৩
৭.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)	৮৪-৮৫
৮.	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৮৬-৮৭
৯.	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৮৮-৮৯
১০.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	৯০-৯১
১১.	ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)	৯২
১২.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৯৩-৯৪
১৩.	ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৯৪-৯৬
১৪.	রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৯৬-৯৭
১৫.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৯৮-১০২
১৬.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	১০২-১০৩
১৭.	কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	১০৪-১০৫
১৮.	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প-৪র্থ পর্যায়	১০৬-১০৭
	সার ব্যবস্থাপনা উইং	
১.	২০২০-২১ অর্থবছরের সার আমদানি ও বিতরণ	১১১
২.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প-২য় পর্যায়	১১২-১১৫
	অর্থায়ন	
১.	অর্থায়ন	১১৯
২.	পরিশিষ্ট-ক: ২০২০-২১ অর্থবছরে ফসল সাব-সেক্টরের কার্যক্রমসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়	১২০
৩.	পরিশিষ্ট-খ: ২০২০-২১ অর্থবছরে ফসল সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়	১২১
৪.	পরিশিষ্ট-গ: ২০২০-২১ অর্থবছরে সেচ সাব-সেক্টরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়	১২২
৫.	পরিশিষ্ট-ঘ: ২০২০-২১ অর্থবছরে সেচ সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়	১২৩-১২৪

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

কৃষিই বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টির যোগান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের জিডিপিতে কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, দেশের চাহিদার প্রায় অর্ধেক কর্মসংস্থানের যোগান দিচ্ছে এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাঁচামাল সরবরাহ করে যাচ্ছে। জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মত অপরিহার্য বিষয়গুলোর সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এছাড়াও কৃষি বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্যের, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার ভোক্তাদের চাহিদাভিত্তিক পণ্যের প্রধান উৎস। ফলে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং এর প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা একান্ত অপরিহার্য। দেশের কৃষির সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। মানসম্পন্ন বীজ, সার ও আধুনিক সেচ সুবিধা সঠিক সময়ে সুলভ মূল্যে কৃষককের দোরগোড়ায় পৌঁছানোই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

বর্তমান কৃষি-বান্ধব সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে বিএডিসি'র কৃষি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে বিএডিসি সারাদেশে ৩৪টি বীজ উৎপাদন খামার ও ১১১টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উৎপাদিত উচ্চ মানসম্পন্ন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করে পরবর্তী মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক ধান, গম, ভুট্টা, আলু, পাট, ডাল ও তৈলবীজ-এর সর্বমোট ১.৪৯ লক্ষ মে. টন বীজ উৎপাদন ও প্রায় ১.৩৯ লক্ষ মে. টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। একই সময়ে উদ্যান জাতীয় ফসলের ৪০২.৭৪ লক্ষ চারা ও গুটি/কলম, ৩.৭৩ লক্ষ মে. টন শাকসবজি ও ফল উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক ২৬টি প্রকল্প এবং ১৭টি কর্মসূচি/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৮২৪.৮৪ কোটি টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ৮১০.৮১ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ৮০৯.১৫ কোটি টাকা। ফলে বিএডিসি'র অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮০% এবং বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.১০%। কার্যক্রম/কর্মসূচি'র অনুকূলে সরকারি বরাদ্দ ছিল ১৫৭.৪১ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ১৫৭.২৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৯৯.৯০%। সেচ সরবরাহ ও সেচ এলাকা সম্প্রসারণের জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক ১৮টি প্রকল্প ও ১০টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাস্তবায়িত সেচ প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২৭,১০০ হেক্টর সেচ এলাকা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণ, ৮৫০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ১১ কিলোমিটার ফসল রক্ষা বাঁধ, ৭৯০ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ সেচনালা, ০২টি রাবার ড্যাম, ০১টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম, ৮৪টি সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন, ৩৫টি সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল স্থাপন, ২৫০টি সেচপাম্প ক্ষেত্রায়ণ, ৪৩৩টি সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন, ৫০২টি রেইন ওয়াটার হারভেস্টর, ৩১টি ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ০১টি স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থা প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ০৫টি ফুল ও সবজির নেট হাউজ নির্মাণ, ৪৫০টি সেচ নিয়ন্ত্রক পাইপ সরবরাহ, ৪৪,৮০০ মি. ফ্লেক্সিবল হোস পাইপ/ফিতা পাইপ সরবরাহ, ৪৭টি অফিস ভবন নির্মাণ, ৩১টি ভবন মেরামত/সংস্কার ও ৪১৩টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে টিএসপি ৩.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন, এমওপি ৪.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন ও ডিএপি ৬.৮৯ লক্ষ মেট্রিক টনসহ সর্বমোট ১৪.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন সার আমদানি করা হয়েছে। উক্ত সময়ে টিএসপি ৪.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন, এমওপি ৫.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও ডিএপি ৬.১২ লক্ষ মেট্রিক টনসহ সর্বমোট ১৫.৬৬ লক্ষ মেট্রিক টন সার বিতরণ করা হয়েছে।

মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কৃষকদের প্রণোদনা হিসেবে বিএডিসি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় (ভাড়াভিত্তিক) পরিচালিত সেচযন্ত্রসমূহের সেচচার্জ ৫০% হ্রাস, আউশ ধান চাষে সেচ খরচের ১০০% সরকারি তহবিল হতে প্রদান এবং আমন বীজে ২৫% হারে ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রণোদনা করোনা ভাইরাসজনিত মহামারীতে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিএডিসিতে ৮১ জন কর্মকর্তা ও

১৫১ জন কর্মচারীসহ মোট ২৩২ জনকে পদোন্নতি, ১১৫ জন কর্মকর্তা ও ১২ জন কর্মচারীসহ মোট ১২৭ জনকে নিয়োগ, ২,১৯৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ও ২৫,২২৪ জন কৃষক/ স্কিম ম্যানেজার/ ফিল্ডম্যান-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিএডিসি গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে। আলোচ্য ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিএডিসি'র গবেষণা সেলের মাধ্যমে ২৬টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গবেষণার ফলে ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিএডিসি বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক ৬টি ফলের (বিএডিসি পেয়ারা-১, বিএডিসি কুল-১, বিএডিসি ডুমুর-১, বিএডিসি শরিফা-১, বিএডিসি এভোকাডো-১ ও বিএডিসি জাবুটিকাবা-১) ও ১টি তৈলজাতীয় ফসলের (বিএডিসি সরিষা-১) নিজস্ব জাত ছাড় করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের গতিকে ত্বরান্বিত করতে ইতিমধ্যে বিএডিসি'র কম্পিউটার ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। আলোচ্য বছরে বিএডিসি-তে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এবং বর্তমানে বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ বিল-ভাউচার ইএফটি'র মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। বিএডিসিতে প্রায় শতভাগ ই-জিপি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। একইসঙ্গে ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিএডিসি ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ই-ফাইলিং কার্যক্রমে ধারাবাহিকভাবে বিএডিসি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রথম/ দ্বিতীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে শীর্ষ দশের মধ্যে অবস্থান করছে।

বিশ্বায়নের এই যুগে কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে নিত্য নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা। এই নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিএডিসি বীজ, সেচ ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আধুনিকীকরণ অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের লক্ষ্যেও কাজ শুরু করেছে বিএডিসি। ফল ও সবজি রপ্তানির ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সম্প্রতি বিএডিসি কর্তৃক নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশে রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনে বিএডিসি কর্তৃক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কায় মোট ১,৫৪২ মে.টন আলু রপ্তানি করা হয়েছে। আম রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিএডিসি কর্তৃক Vapour Heat Treatment Plant স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিএডিসি রপ্তানিযোগ্য নিরাপদ সবজি, ফুল ও ফলের চারা/ গুটি/ কলম উৎপাদনে নেট হাউজ ও পলি হাউজ, ড্রিপ ইরিগেশন, স্প্রিংকলার ইরিগেশন, ফার্টিগেশন পদ্ধতি এবং হাইড্রোপনিক্সের মতো আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। দেশের জনগণ ও কৃষকের কাছে একটি আদর্শ সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ, মানসম্পন্ন সার আমদানি ও সরবরাহ, আধুনিক সেচসুবিধা সম্প্রসারণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলার মাধ্যমে জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কৃষিকে একটি লাভজনক পেশায় রূপান্তরের লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছে বিএডিসি।

অধ্যায়-১

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি
প্রশাসন উইং
অর্থ উইং

অধ্যায়-১

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবাধর্মী সংস্থা। দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বিএডিসি গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ, ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মানসম্পন্ন সার আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

১. পরিচিতি

কৃষকদের নিকট কৃষি উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে এবং দেশের সেচ এলাকা সম্প্রসারণের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ১৯৫৯ সালের ১৬ জুলাই খাদ্য ও কৃষি কমিশন গঠন করে। এ কমিশন দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কৃষি উপকরণ কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ সালের ১৬ অক্টোবর ৩৭নং অধ্যাদেশবলে ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ইপিএডিসি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নামে পরিচিত।

২. রূপকল্প (Vision):

মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ যোগান ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):

১. উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ বৃদ্ধি;
২. সেচ প্রযুক্তির উন্নয়ন, ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, সেচ দক্ষতা ও সেচকৃত এলাকা বৃদ্ধি;
৩. কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ।

৪. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

১. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ;
২. ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার;
৩. নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
২. কর্ম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Functions):

১. মানসম্পন্ন ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
২. প্রতিকূলতা সহিষ্ণু তথা লবণাক্ততা, খরা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাতের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
৩. উদ্যান ফসল, চারা-কলম, শাকসবজি, ফল উৎপাদন ও সরবরাহ;
৪. গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের নিকট সহজলভ্যকরণ;
৫. সেচ দক্ষতা, সেচ এলাকা ও আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সুলভ মূল্যে সেচ সুবিধা প্রদান;
৬. সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও কৃষক পর্যায়ে সহজলভ্যতা বৃদ্ধি;
৭. খালনালা পুনঃখনন করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদী জমির আওতা বৃদ্ধি;
৮. ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ;
৯. নন-নাইট্রোজেনাস (টিএসপি, এমওপি, ডিএপি) সার আমদানি, সংরক্ষণ ও সময়মতো নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ;
১০. নন-নাইট্রোজেনাস সারের বাফার স্টক সৃজনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে সার সহজলভ্যকরণ ও সারের বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ;
১১. কৃষির উন্নয়নে প্রায়োগিক গবেষণা (Adaptive Research) কার্যক্রম পরিচালনা।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

বিএডিসি'র কার্যক্রম ৫টি উইং যথা: প্রশাসন উইং, অর্থ উইং, বীজ ও উদ্যান উইং, ক্ষুদ্রসেচ উইং এবং সার ব্যবস্থাপনা উইং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকার কর্তৃক ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিএডিসিকে পুনর্গঠন করতঃ জনবল ৬৮০০ জনে নির্ধারণ করা হয়। পুনর্গঠিত জনবল কাঠামোতে ১৭০০ পদ ১-১০ গ্রেডভুক্ত এবং ৫১০০ পদ ১১-২০ গ্রেডভুক্ত। বিএডিসিতে ৬৮০০ জনবলের মধ্যে বর্তমানে ৩১৪৩ জন কর্মরত রয়েছে এবং ৩৬৫৭টি পদ শূন্য রয়েছে।

৭. বিএডিসি'র পরিচালনা পর্ষদ

পরিচলনা পর্ষদ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত:
ক. কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান–সভাপতি;
খ. নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর–সদস্য;
গ. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড–সদস্য;
ঘ. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল–সদস্য;
ঙ. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর–সদস্য;
চ. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট–সদস্য;
ছ. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট–সদস্য;
জ. কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের একজন অন্যূন যুগ্মসচিব–সদস্য;
ঝ. অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের একজন অন্যূন যুগ্মসচিব–সদস্য;
ঞ. বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক মনোনীত উক্ত বোর্ডের একজন সদস্য–সদস্য;
ট. কর্পোরেশনের ৫ (পাঁচ) জন পরিচালক–সদস্য এবং
ঠ. কর্পোরেশনের সচিব–সদস্যসচিব।

৮. প্রশাসন উইং

বিএডিসি'র কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মনিটরিং ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি পৃথক প্রশাসন উইং রয়েছে। প্রশাসন উইং-এর প্রধান চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যানের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনা, মনিটরিং (আইসিটি সেলসহ), তদন্ত এবং ক্রয় বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া সংস্থাপন, নিয়োগ ও কল্যাণ, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, জনসংযোগ, আইন, সাধারণ পরিচর্যা, সমন্বয়, চিকিৎসা কেন্দ্র, ডে-কেয়ার সেন্টার ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সচিব, বিএডিসি'র মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ উইংয়ের মাধ্যমে বিএডিসি'র প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ, উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন, ক্রয় কার্যক্রম, কর্মচারী ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম, বদলি, পদায়ন, নিয়োগ, পদোন্নতি, তদন্ত, আইনি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। কর্পোরেশনের স্বার্থে এটি সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি বিদেশি এজেন্সি'র সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।

৯. অর্থ উইং

অর্থ, হিসাব ও অডিট বিভাগ নিয়ে অর্থ উইং গঠিত। সকল আর্থিক, হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত কার্যাবলী এ উইংয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। অর্থ বিভাগ সংস্থার বাজেট প্রণয়ন, প্রক্ষেপণ ও বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে বিএডিসি'র বিভিন্ন উইং, বিভাগ/শাখার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ; আনুতোষিক, ছুটি নগদীকরণ ও অন্যান্য সকল বিলের পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে মঞ্জুরী প্রদান এবং সংস্থার অর্থ ছাড়ের জন্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা করে থাকে। হিসাব বিভাগ সংস্থার সকল বিভাগের আওতায় উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন প্রকল্পের বিল ভাউচার পাশ ও পরিশোধ, সব ধরনের হিসাব সংরক্ষণ, খরচের সঠিকতা যাচাই ও আনুতোষিক, প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলসহ সকল তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে থাকে। এছাড়াও সংস্থার সকল প্রকার ব্যাংক হিসাব খোলা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ, হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃঅডিটের ব্যবস্থা গ্রহণ; অর্থ ছাড়করণের জন্য মহাহিসাবরক্ষকের সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং আর্থিক বিধি-বিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি কার্যাবলী উল্লেখযোগ্য। সংস্থার চলমান অডিট কার্যক্রম পরিচালনা, অভ্যন্তরীণ অডিট কর্মসূচি প্রণয়ন, অডিট কার্য সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রদান; অডিট আপত্তি মীমাংসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; পিএ কমিটি/বহিঃঅডিট/বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের বিষয়ে মতামত প্রদান এবং বোর্ড সভায় অর্থ আত্মসাৎ ও গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়গুলো তুলে ধরাসহ অডিট বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

১০. নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ

২০২০-২১ অর্থবছরে বিএডিসিতে ৮১ জন কর্মকর্তা ও ১৫১ জন কর্মচারীসহ মোট ২৩২ জনকে পদোন্নতি, ১১৫ জন কর্মকর্তা ও ১২ জন কর্মচারীসহ মোট ১২৭ জনকে নিয়োগ, ৮৬ জনকে অভ্যন্তরীণ ও ২০৫১ জনকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে ৬টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ৫৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

বিএডিসি দুই ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে, যেমন :

ক. স্থানীয় প্রশিক্ষণ এবং

খ. বিদেশী প্রশিক্ষণ

বিএডিসি'র কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের জন্য টাঙ্গাইলের মধুপুরে একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাব এবং প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকদের উপযুক্ত বাসস্থান সুবিধাসহ এটিকে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটিকে বিএডিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে আসছে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনা অধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত এবং তাঁকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য একজন উপাধ্যক্ষ ও চারজন প্রশিক্ষক রয়েছেন। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি সাধারণত তিন ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে, যা নিম্নরুপ:

- নব নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রিফ্রেশার্স কোর্স;
- স্বল্পমেয়াদী বিশেষ প্রশিক্ষণ।

১১. চিকিৎসাকেন্দ্র

২০২০-২১ অর্থবছরে বিএডিসি'র চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৪,৮৪৬ জনকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছে।

১২. ডে-কেয়ার সেন্টার

বিএডিসি'র চিকিৎসাকেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬ জন শিশু ডে-কেয়ার সেন্টারে নিয়মিতভাবে অবস্থান করছে। মাসিক ৭০০ টাকার বিনিময়ে বিএডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ তাদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেবা পাচ্ছেন।

১৩. অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য : (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	২০২০-২১ বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা
১	২	৩	৪	৭	৮
বিএডিসি	১৫২৯৭	১৮২	১৫৪৭৯	১০২৩৪	৫২৪৫

১৪. গবেষণা কার্যক্রম

বিএডিসি আইন ২০১৮-তে বিএডিসি'কে গবেষণার ম্যান্ডেট দেয়ার প্রেক্ষিতে গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। গবেষণা সেলের তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যে ৬টি ফল ও ১টি তৈল বীজ ফসলের জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। আলু রপ্তানিকে সামনে রেখে উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চ শুষ্ক পদার্থ সম্পন্ন দশটি আলুর জাত নিবন্ধন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া ধান, রঙিন ভুট্টা, সরিষা, সোনামুগসহ বিভিন্ন ফল ও ফসলের জাত উন্নয়নের কাজ চলছে। অন্য দিকে বীজ প্রযুক্তি, মাল্টি লেয়ার ফার্মিং, লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা, টিস্যু কালচার, সাশ্রয়ী সার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলছে।

ইতিমধ্যে অবমুক্ত ডুমুর, শরিফা, এভোকাডো, জাবুটিকাবা, বারমাসী পেয়ারা, কুল এবং সরিষা'র জাতগুলো উচ্চফলনশীল এবং বাণিজ্যিক সম্ভাবনাময় জাত।

নির্বাচিত জাতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলী

বিএডিসি ডুমুর ১

জাতটি বিরুৎ (shurb) শ্রেণির উদ্ভিদ। ছাদ বাগানে বড় টব বা ড্রামে লাগানোর উপযোগী। মাঠে লাগালে জাতটি ২৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। পাতা সুস্পষ্টভাবে ৫টি খণ্ডে বিভক্ত (deeply 5 lobed)। জাতটি সূর্যালোক পছন্দ করে এবং খরা সহনশীল। জলাবদ্ধতা জাতটির জন্য খুবই ক্ষতিকর। খুব সহজেই কাটিং হতে চারা করা যায়। উপযুক্ত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় এক বছর বয়সী ডাল কাটিং করলে সফলতার হার প্রায় শতভাগ। চারা লাগানোর ৪-৫ মাসের মধ্যেই ফল আসা শুরু করে এবং ৬ মাসের মধ্যেই ফল সংগ্রহ করা যায়। সারা বছর ফল ধারণের উপযোগী। ফল সুস্বাদু, মোলায়েম ও যথেষ্ট মিষ্টি (brix 15%)। ফলের রং হালকা গোলাপি হতে কালচে বাদামি। একটি গাছে প্রতি মৌসুমে ২০০টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের ওজন ৫০-১০০ গ্রাম। জাতটির ফলন প্রায় ৭.০-১০.০ টন/হেক্টর।

বিএডিসি শরিফা ১

জাতটি ক্ষুদ্রাকার বৃক্ষ শ্রেণির। জাতটি দেশি জাত হতে খর্ব এবং ঝোপাল হয়। পাতা লম্বাটে, ফুল তুলনামূলকভাবে দেশি জাত হতে ছোট এবং গাছ প্রতি ফুলের সংখ্যা বেশি। ফল হৃদপিণ্ডের মতো গোলাকার। প্রতিটি ফলের ওজন ১১৫-৩৫০ গ্রাম। শাঁস সাদা, মাংসল, মিষ্টি, আকর্ষণীয় গন্ধবিশিষ্ট। দেশি জাতের চেয়ে বীজ কম। বীজ শাঁস হতে সহজে আলাদা হয়ে যায়। পাকলে ফল গলে যায় না, কেটে খাওয়ার উপযোগী, সংরক্ষণগুণ ভালো। বীজ হতে সহজে চারা করা যায় এবং ২ বছর বয়সে গাছে ফল ধরে। গাছে যত্ন নিলে অমৌসুমেও প্রচুর ফল ধরে। জাতটির ফলন প্রায় ৭.০-১০.০ টন/ হেক্টর।

বিএডিসি এভোকাডো ১

জাতটি বৃক্ষ (Tree) শ্রেণির উদ্ভিদ। জাতটি ৪০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। তবে কলমের চারা অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। জাতটি সূর্যালোক পছন্দ করে এবং খরা সহনশীল। জলাবদ্ধতা জাতটির জন্য ক্ষতিকর। খুব সহজেই গ্রাফটিং হতে চারা করা যায়। তবে বীজের সংখ্যা কম হওয়ায় বীজের চারা কম হয়। কলমের চারা লাগানোর ৩-৪ বছরের মধ্যেই ফল আসা শুরু করে। এভোকাডোর আকার ১০-২০ সে.মি., ওজন ৪০০-৬০০ গ্রাম। ফল গাছ থেকে পাড়ার পর ৫-৭ দিন সাধারণ তাপমাত্রায় রাখা যায়।

বিএডিসি জাবুটিকাবা ১

জাতটি গুল্ম জাতীয় বৃক্ষ (bushy) শ্রেণির উদ্ভিদ। মাঠে লাগালে জাতটি ২০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। খরা সহনশীল। জলাবদ্ধতা জাতটির জন্য ক্ষতিকর। খুব সহজেই বীজ হতে চারা করা যায়। উপযুক্ত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় বীজ হতে চারা করলে সফলতার হার প্রায় শতভাগ। চারা লাগানোর ৭-৮ বছরের মধ্যে ফল আসা শুরু করে এবং বছরে দুইবার ফল সংগ্রহ করা যায়। ফল টক-মিষ্টি স্বাদের। প্রতিটি ফলের ওজন ১০-২০ গ্রাম। জাতটির ফলন প্রায় ১৫-২০ টন/হেক্টর। সেপ্টেম্বর ও মার্চে গাছটি দুইবার ফলন দেয়।

বিএডিসি কুল ১

জাতটি ছোট বৃক্ষ শ্রেণির উদ্ভিদ। ছাদ বাগানে বড় টব বা ড্রামে লাগানোর উপযোগী। মাঠে লাগালে জাতটি ২০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। জাতটি সূর্যালোক পছন্দ করে এবং খরা ও সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল। খুব সহজেই গ্রাফটিং হতে চারা করা যায়। উপযুক্ত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় এক বছর বয়সী ডাল গ্রাফটিং করলে সফলতার হার প্রায় শতভাগ। চারা লাগানোর প্রথম বছরেই ফল সংগ্রহ করা যায়। সারা বছর ফল ধারণের উপযোগী। ফল যথেষ্ট মিষ্টি (brix 14%)। প্রতিটি ফলের ওজন ৫০-১০০ গ্রাম। জাতটির ফলন প্রায় ৩০-৩৫ টন/হেক্টর।

বিএডিসি পেয়ারা ১

জাতটি বৃক্ষ (Tree) শ্রেণির উদ্ভিদ। ছাদ বাগানে বড় টব বা ড্রামে লাগানোর উপযোগী। মাঠে লাগালে জাতটি ২০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। জাতটি সূর্যালোক পছন্দ করে এবং খরা সহনশীল। জলাবদ্ধতা জাতটির জন্য ক্ষতিকর। খুব সহজেই গ্রাফটিং হতে চারা করা যায়। উপযুক্ত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় এক বছর বয়সী ডাল গ্রাফটিং করলে সফলতার হার প্রায় শতভাগ। চারা লাগানোর ৪-৫ মাসের মধ্যেই ফল আসা শুরু করে এবং ৬ মাসের মধ্যেই ফল সংগ্রহ করা যায়। সারা বছর ফল ধারণের উপযোগী। ফল যথেষ্ট মিষ্টি (brix 11%)। প্রতিটি ফলের ওজন ৩০-৩৫ গ্রাম। জাতটির ফলন প্রায় ১৫-২০ টন/হেক্টর।

বিএডিসি সরিষা ১

জাতটি আগাম বপনের উপযোগী। এজাতটি অক্টোবরের প্রথমেই বপন করা যায়। জাতটির জীবনকাল (৯৫-১০৫ দিন) যা অন্যান্য রাই জাতের সরিষা (১১০-১২০দিন) হতে কম। ফলে আমনের পর এ জাতটি আবাদ করে চাষিরা অনায়াসে বোরো আবাদ করতে পারেন। জাতটি অন্যান্য রাই সরিষা হতে খাটো (১৫০-১৭০ সে.মি.) এবং ফলের গাঁথুনি (pod density) বেশি। জাতটি হেক্টর প্রতি ২.০-২.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম।

বিএডিসি'র গবেষণা সেলের আওতায় ডোমার ও আমলা খামারে পরপর দু-বছরের প্রাপ্ত ফলাফলে জীবনকাল, ফলন, শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ, পুষ্টিগুণ ও দেশীয় আবহাওয়ায় চাষাবাদের উপযোগিতা বিচারে ১০টি জাত উৎকৃষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে। নির্বাচিত জাতগুলোর নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। আবেদনকৃত আলুর জাতসমূহের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

জাতের নাম	জীবনকাল	ফলন (মে.টন)	শুষ্ক পদার্থ	বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
সান শাইন (Sunshine)	৮০-৯০ দিন	৪০.১৫	১৮.০০%	অতি আগাম ও রপ্তানিযোগ্য, ৬৫ দিনে ভালো ফলন দেয়
প্রাডা (Prada)	৮০-৯০ দিন	৪২.৫০	১৮.০০%	অতি আগাম ও রপ্তানিযোগ্য, ৬৫ দিনে ভালো ফলন দেয়
সান্তানা (Santana)	৮০-৯০ দিন	৪২.১৫	২২.২০%	উচ্চ শুষ্ক পদার্থ সম্পন্ন ও ফ্রেন্স ফ্রাইয়ের জন্য উপযুক্ত
অ্যালকেন্ডার (Alcander)	৮০-৯০ দিন	৩৫.০০	২২.৫০%	উচ্চ শুষ্ক পদার্থ সম্পন্ন ও চিপসের জন্য উপযুক্ত
ইনোভেটর (Innovator)	৮০-৯০ দিন	৩৬.৫০	২২.১০%	উচ্চ শুষ্ক পদার্থ সম্পন্ন ও ফ্রেন্স ফ্রাইয়ের জন্য উপযুক্ত
এডিসন (Edison)	৮০-৯০ দিন	৩৮.৪১	২১.৫০%	উচ্চ শুষ্ক পদার্থ সম্পন্ন ও ফ্রেন্স ফ্রাইয়ের জন্য উপযুক্ত, রপ্তানিযোগ্য
কুম্বিকা (Cumbica)	৮০-৯০ দিন	৪১.০০	১৮.৬৬%	আকর্ষনী ফ্লেশ কালার ও রাশিয়ায় রপ্তানির জন্য উপযুক্ত
কুইন এ্যানি (Queen anne)	৮০-৯০ দিন	৪০.৫০	১৮.০০%	আগাম, উজ্জল ত্বকের আকর্ষনী আলু, রপ্তানি উপযোগী
ল্যাবেলা (Labella)	৮০-৯০ দিন	৪০.০০	১৮.০০%	সংরক্ষণ গুণাগুণ ভালো, রপ্তানি উপযোগী
কেএসি-৮১ (KAC-৮১)	৮০-৯০ দিন	৩৯.০০	১৮.০০%	ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ও ক্যানসার প্রতিরোধী

অধ্যায়-২

বীজ ও উদ্যান উইং

অধ্যায় -২
বীজ ও উদ্যান উইং

মানসম্মত বীজ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান ও মৌলিক কৃষি উপকরণ। অধিক হারে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও কৃষকদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ভালো বীজ এককভাবে ফসলের ফলন ১৫-২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য বিএডিসি সারাদেশে ২৪টি দানাশস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ৪টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ১১১টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া, এ সংস্থা ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও কৃষক পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উৎপাদিত বীজ প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করে পরবর্তী মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হচ্ছে।

১. ২০২০-২১ বর্ষে বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত ও বিতরণকৃত বীজের পরিমাণ

পরিমাণ: মে. টন

ক্র নং	ফসলের নাম	২০২০-২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১ অর্থ বছরের উৎপাদন	২০২০-২১ অর্থ বছরের বিতরণ	মন্তব্য
১	আউশ	৪৬০৫	৪৫৭৬.৭৭	৪৬০০.৯৫	
২	আমন	২৫২৫০	২৩৩৪৩.২১	২০৩৩৫.৩৫	
৩	বোরো ইনব্রিড	৫৬৫৩২	৬৪০৯৯.৮৬	৫৯৬৭২.৫১	
৪	বোরো হাইব্রিড	৯০০	১৩৪৪.২৬	১৬৫৭.৬৪	
	মোট ধান বীজ	**৮৭,২৮৭**	**৯৩,৩৬৪.১০**	**৮৬,২৬৬.৪৫**	
৫	গম	১৬০০০	১৬২২৭.৮২	১৪৭৬১.৭১	
৬	ভুট্টা	৮৮	৫২.০৫	৫৬৬.৪৮	আমদানিসহ
	মোট দানাশস্য বীজ	**১,০৩,৩৭৫**	**১,০৯,৬৪৩.৯৭**	**১,০১,৫৯৪.৬৪**	
৭	আলু বীজ	৩৭৪৪০	৩৫১৪৭.৬২	৩২৪৭৫.৬৫	
৮	ডাল বীজ	১৮২০	১৮০৭.১৩	২০২৯.২৫	
৯	তৈল বীজ	১৬৯০	১৪২৬.৬৯	১৬২১.১৫	
১০	পাট বীজ	৯৬০	৭৩৫.৭৯	৫৯১.৫৯	
১১	সবজি বীজ	১০০	৮৭.৭১	১০২.৪৩	
১২	মসলা বীজ	১১৫	১৫৩.৬০	১৫৭.৯৪	
	সর্বমোট	**১,৪৫,৫০০**	**১,৪৯,০০২.৫১**	**১,৩৮,৫৭২.৬৫**	

২. বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ নেটওয়ার্ক

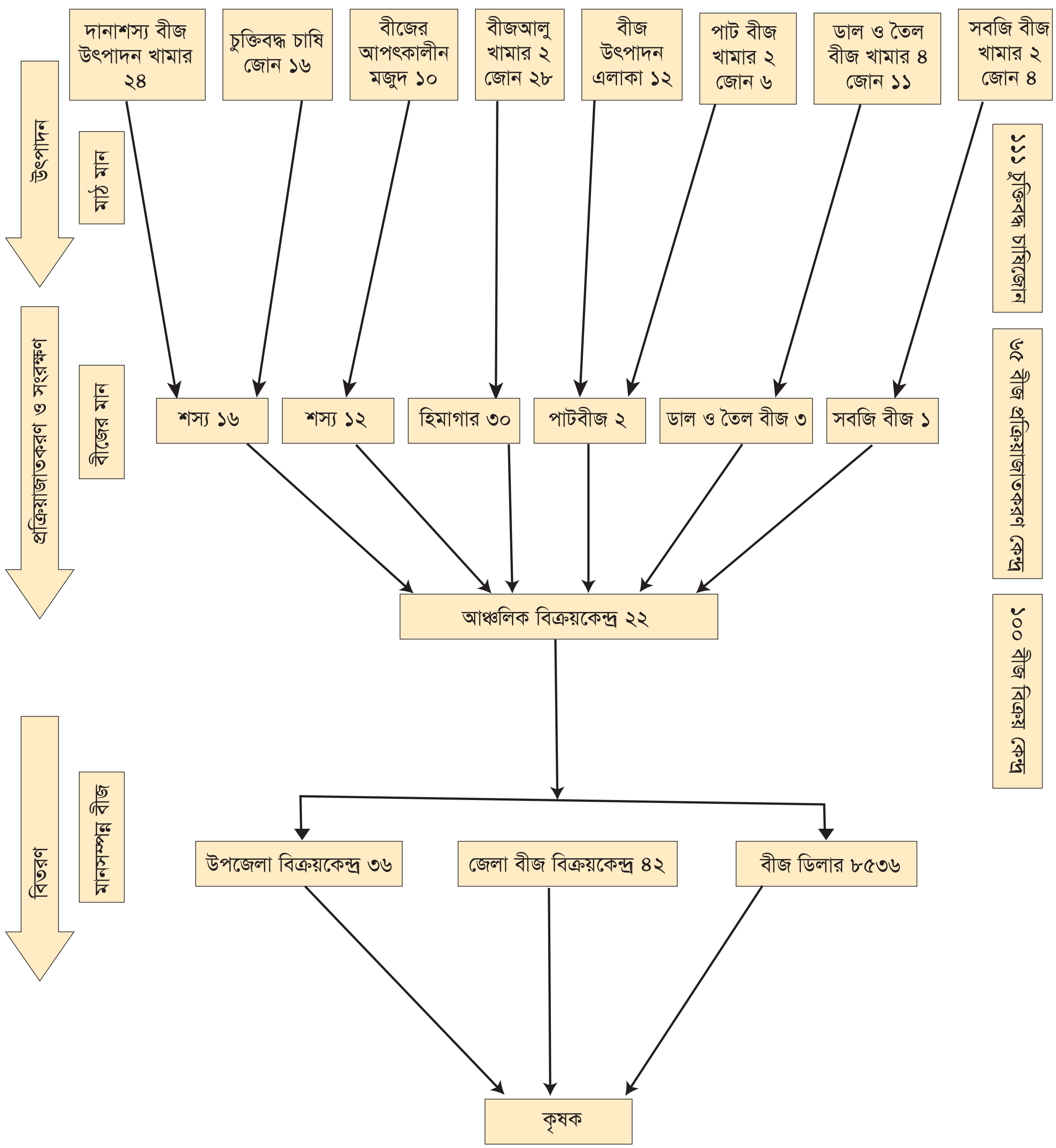

ফসল সাব সেক্টর : রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচি

বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইং এর মাধ্যমে ৭টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭টি বীজ কার্যক্রমের অনুকূলে রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১৩০.০০ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ১৩০.০০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ১০০% । ২০২০-২১ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক নিম্নোক্ত ৭টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

১. বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম;

২. চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম;

৩. উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম;

৪. পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম;

৫. বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম;

৬. জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম;

৭. এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম;

১. বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

১.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে মৌল বীজ হতে প্রয়োজনীয় ভিত্তি বীজ পরিবর্ধন;
- হাইব্রিড (F1) ধান বীজ উৎপাদন এবং চাষিদের মাঝে বিতরণ করে হাইব্রিড ধান বীজের চাহিদা মেটানো;
- হাইব্রিড (F1) ধান বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশে হাইব্রিড ধান বীজের আমদানি নির্ভরতা কমানো;
- খামার ব্যবস্থাপনা ও বীজ উৎপাদনের উপর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বেসরকারি উৎপাদকগণকে বীজ উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক/উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
- সংগঠিত বীজ উৎপাদনকারীর নিকট ভিত্তি বীজ সহজলভ্যকরণ;
- চাষিদের নিকট হাইব্রিড (F1) ধান বীজের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণ;
- অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বর্ধিত ভিত্তি বীজ উৎপাদন কার্যক্রমের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

ফরিদপুর সদরে তাম্বুলখানা বীজ উৎপাদন খামারে ধানবীজ ফসলের মাঠ

১.২. কার্যক্রম এলাকা: ০৮টি বিভাগ, ১৯টি জেলা, ২১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	মিরপুর
	টাঙ্গাইল	মধুপুর
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
	রাজবাড়ী	পাংশা
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা
	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর
রাজশাহী	পাবনা	আটঘরিয়া
রংপুর	নীলফামারী	নীলফামারী সদর
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর
	হবিগঞ্জ	মাধবপুর
চট্টগ্রাম	ফেনী	ফেনী সদর
	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর
খুলনা	খুলনা	পাইকগাছা
	ঝিনাইদহ	মহেশপুর
		ঝিনাইদহ সদর
	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর
		চুয়াডাঙ্গা সদর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর
	পটুয়াখালী	দশমিনা

১.৩ কার্যক্রমের মেয়াদ : জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১

১.৪ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৮১০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৭০০; নিজস্ব ৬৪০০)

১.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৮১০০.০০ লক্ষ টাকা

১.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৭৫৫০.০১ লক্ষ টাকা

১.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১.৮ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

(মে. টন)

কাজের নাম	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
আউশ	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬৪৮.১৫	৯৯.৭২
আমন	৪২৩৬.০০	৪২৩৬.০০	৩৯৪৮.০০	৯৩.২০
বোরো	৩৮১৩.০০	৩৮১৩.০০	৩৮১৫.০০	১০০
হাইব্রিড ধান	৯৩১.০০	৯৩১.০০	১৩৪৬.৩৬	১৪৪.৬১
আলু	১৪৯০.২৫	১৪৯০.২৫	১৩৭১.০০	৯২
গম	৫১৭.০০	৫১৭.০০	৫৩৫.৮৭	১০৩.৬৫
ভুট্টা	৩৯.০০	৩৯.০০	২৬.০০	৬৬.৬৭
ডাল/অন্যান্য	১.০০	১.০০	৪.৯৬	৪৯৬
মোট	১১,৬৭৭.২৫	১১,৬৭৭.২৫	১১,৬৯৫.৩৪	১০০.১৫

২. চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

২.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত মৌল বীজ এবং বিএডিসি'র খামার হতে প্রাপ্ত ভিত্তি বীজ হতে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ভিত্তি/ প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ উৎপাদন;
- হাইব্রিড ধান/ভুট্টা বীজের প্যারেন্টাল লাইন সংগ্রহ করে প্রশিক্ষিত চুক্তিবদ্ধ চাষির মাধ্যমে F1 বীজ উৎপাদন করা;
- জোন এলকায় বীজ উৎপাদক চাষিদের সংগঠিত করে বীজ প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- নতুন জাত বা কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের নিকট পরিচয় করিয়ে দেয়া ও প্রসার ঘটানো;
- চুক্তিবদ্ধ চাষিদের বীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তিবীজ/মৌল বীজ নির্ধারিত মূল্যে সময়মতো সরবরাহ করা;
- বীজ শিল্প উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারীদের সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা ।

ঢাকা চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনে ধানবীজ উৎপাদন প্লট

২.২. কার্যক্রম এলাকা : ০৮টি বিভাগ, ৩৬টি জেলার সকল উপজেলা

১	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী	সকল উপজেলা
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, শেরপুর ও জামালপুর	
চট্টগ্রাম	ফেনী, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চট্টগ্রাম	
খুলনা	ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও যশোর	
বরিশাল	বরিশাল, ভোলা, বরগুনা ও পটুয়াখালী	
সিলেট	সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার	
রাজশাহী	পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও বগুড়া	
রংপুর	নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, গাইবান্ধা, দিনাজপুর ও পঞ্চগড়	

২.৩ কার্যক্রমের মেয়াদ : জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১
২.৪ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১১৭০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬০০; নিজস্ব ৫৭০)
২.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ১১৭০.০০ লক্ষ টাকা
২.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১১৩০.৩২ লক্ষ টাকা
২.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০৩%

২.৮. ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ (মে. টন)

কাজের নাম	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
আউশ	২৬৪৪.০০	২৬৪৪.০০	২৬৪৪.০৫	১০০
আমন	১০৯৬০.০০	১০৯৬০.০০	১০০৪৬.৫২	৯১.৭
বোরো	২৯০৮০.০০	২৯০৮০.০০	৩১৩৮৪.০০	১০৭.৯
গম	৮০৫০.০০	৮০৫০.০০	৮০৫৬.০০	১০০
মোট	৫০,৭৩৪.০০	৫০,৭৩৪.০০	৫২,১৩০.৫৭	১০২.৮

২.৯. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
কৃষক প্রশিক্ষণ	কৃষক	১৪৪০	১৪৪০	১০০
কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা	৯০	৯০	১০০

৩. উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম

৩.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষক পর্যায়ে বিপণন করে অধিক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন বীজ প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে উৎপাদিত দানাশস্যের ভিত্তি, প্রত্যায়িত, মানঘোষিত বীজ, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংগ্রহ করে মাননিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ;
- সংগৃহীত বীজগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করার পর বিতরণ মোসুমে প্যাকেটজাত করে আঞ্চলিক বীজ গুদামে প্রেরণ করা এবং আঞ্চলিক বীজ গুদাম ও বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে ডিলারদের মাধ্যমে তা বিতরণ/বিক্রয় করা । এছাড়া বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদেরকে চাহিদা মোতাবেক ভিত্তি বীজ সরবরাহ;
- ১৬টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের বীজ স্থানীয় পরীক্ষাগারে গুণগত মান পরীক্ষা করা এবং চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারে নমুনা বীজ পরীক্ষা করে বীজের গুণগতমান নিশ্চিত;
- সারা দেশব্যাপী একটি সুনিয়ন্ত্রিত ডিলার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ বিতরণ ব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য ডিলারদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- বীজ প্রযুক্তির উপর নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে দেশে একটি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে ওঠে;
- বেসরকারি বীজ শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উৎপাদকদেরকে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন কাজে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও স্বনির্ভরতা অর্জনে দেশকে সহায়তা করা ।

৩.২. কার্যক্রম এলাকা: ০৭টি বিভাগ, ১৬টি জেলা, ১৬টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা সদর
	টাঙ্গাইল	মধুপুর
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সদর
	পাবনা	পাবনা সদর
	বগুড়া	বগুড়া সদর
রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
	রংপুর	রংপুর সদর
সিলেট	হবিগঞ্জ	মাধবপুর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সদর
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর
খুলনা	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর
	যশোর	যশোর সদর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর

৩.৩	কার্যক্রমের মেয়াদ	:	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১
৩.৪	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৫৬২২.৫০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮২২৫; নিজস্ব ২৭৩৯৭.৫০)
৩.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩৫৬২২.৫০ লক্ষ টাকা
৩.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৪৯৩৮.৮১ লক্ষ টাকা
৩.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	৯৭%

মধুপুর বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন
বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

৩.৮. ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ (মে. টন)

কাজের নাম	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
আউশ	৩৫৯৭.০০	৩৫৯৭.০০	৩৫৬৩.৭০	৯৮.৫০
আমন	১৬২৯৯.০০	১৬২৯৯.০০	১৫৯৬৩.৩৫	৮৮.১০
বোরো	৩৫৮৫৬.০০	৩৫৮৫৬.০০	৩৫৬৮৭.০০	৯৯.৮০
গম	৮৯৩৬.০০	৮৯৩৬.০০	৮৯২২.৮২	৯৯.৮৫
মোট	**৬৪,৬৮৮.০০**	**৬৪,৬৮৮.০০**	**৬৪,১৩৬.৮৭**	**৯৬.৭৯**

৩.৯. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
ডিলার'স ট্রেনিং	ডিলার	৬০০	৬০০	১০০
অফিস ম্যানেজমেন্ট	কর্মকর্তা	৩০	৩০	১০০

৪. পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম

৪.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- পাটের গবেষণালব্ধ প্রজনন বীজ (Breeder's Seed) হতে ভিত্তি বীজ (Foundation Seed) উৎপাদন করা;
- পাটের ভিত্তি বীজ হতে প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ (TLS) উৎপাদন করে মজুদ গড়ে তোলা;
- পরিবেশ রক্ষার জন্য পাটজাত দ্রব্য ব্যবহার বর্তমান সরকারের একটি উদ্দেশ্য বিধায় অধিক পরিমাণ পাট আঁশ উৎপাদন করার লক্ষ্যে উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন করে তা সংস্থার বীজ বিপণন বিভাগের মাধ্যমে অথবা পাট বীজ বিভাগের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বীজ ডিলারদের মাধ্যমে সরাসরি চাষিদের মধ্যে বিপণন করে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের প্রত্যায়িত/ মানঘোষিত বীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বীজ প্রাপ্যতা বৃদ্ধি;
- বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারীদের বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উন্নত জাতের ভিত্তি বীজের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- উন্নত জাতের পাট বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ।

৪.২. কার্যক্রম এলাকা: ০৫টি বিভাগ, ১৭টি জেলা, ৪৫টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	সাভার, ধামরাই
	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, মির্জাপুর, কালিহাতি, ভূয়াপুর, দেলদুয়ার, ঘাটাইল
	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর, ঘিওর, সাটুরিয়া ও সিংগাইর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সদর, পুটিয়া
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ, গোদাগাড়ী, কানসাট
	নাটোর	নাটোর সদর
	বগুড়া	বগুড়া সদর
	সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া
রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর
	রংপুর	পীরগাছা, মিঠাপুকুর, গোবিন্দগঞ্জ
খুলনা	যশোর	যশোর সদর, মনিরামপুর, ঝিকরগাছা, চৌগাছা
	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর, কালিগঞ্জ, মহেশপুর, কোর্টচাঁদপুর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর, জীবননগর
	মাগুরা	মাগুরা সদর
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, ভেড়ামারা, দৌলতপুর, মিরপুর

৪.৩ কার্যক্রমের মেয়াদ : জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১

৪.৪ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩৪০১.৪০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৭০০; নিজস্ব ২৭০১.৪১)

৪.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৩৪০১.৪১ লক্ষ টাকা

৪.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৮৯১.৬৯ লক্ষ টাকা
৪.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ৮৫%

দিনাজপুরের নশিপুরে পাটবীজ উৎপাদন প্লট

৪.৮. ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ (মে. টন)

কাজের নাম	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
পাট বীজ	৯৬০.০০	৯৬০.০০	৭৩৫.৭৯	৭৬.৬৪
আউশ	১৬১.০০	১৬১.০০	১৩০.৯৭	৮০.৮৫
আমন	৪৯৩.০০	৪৯৩.০০	৪৩১.৫৩	৮৭.৫৩
বোরো	৫১৯.০০	৫১৯.০০	৪৬০.০০	৮৮.৫০
গম	৩৩৩.০০	৩৩৩.০০	২৯১.০১	৮৭.৩৯
আলু	১২০০.০০	১২০০.০০	১০৭১.০৫	৮৯.২৫
মোট	**৩,৬৬৬.০০**	**৩,৬৬৬.০০**	**৩,১২০.৩৫**	**৮৫.১১**

৪.৯. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
কৃষক প্রশিক্ষণ	কৃষক	৬০০	৬০০	১০০

৫. বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৫.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- যে-কোনো দৈব দুর্বিপাকের সময় বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- বীজের ন্যায্য ও প্রতিযোগিতামূলক স্থিতিশীল মূল্য নিশ্চিত করা;
- বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
- সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।

৫.২. কার্যক্রম এলাকা: ০৭টি বিভাগ, ২১টি জেলা, ৬২টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	টাঙ্গাইল	ধনবাড়ি, গোপালপুর, মধুপুর, টাঙ্গাইল সদর, দেলদুয়ার, ঘাটাইল, নাগরপুর, সখিপুর, বাসাইল, কালিহাতি
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, হোসেনপুর, তাড়াইল
	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল
	শেরপুর	শেরপুর সদর
	জামালপুর	জামালপুর সদর, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ী, মাদারগঞ্জ, বকশীগঞ্জ
সিলেট	হবিগঞ্জ	মাধবপুর
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, আখাউড়া, নাসিরনগর
খুলনা	যশোর	যশোর সদর, মনিরামপুর, ঝিকরগাছা, চৌগাছা, শার্শা
	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর
	মাগুরা	মোহাম্মদপুর
	খুলনা	ডুমুরিয়া
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা, জীবননগর, দামুড়হুদা
রংপুর	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাংগী, পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল
	পঞ্চগড়	বোদা, আটোয়ারি
বরিশাল	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর
	বরিশাল	বরিশাল সদর, মেহেন্দীগঞ্জ, গৌরনদী, বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, আগৈলঝাড়া, উজিরপুর
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, দুমকি, বাউফল, দশমিনা
	বরগুনা	আমতলী

চুয়াডাঙ্গায় বীজের আপৎকালীন মজুদ কর্মসূচির আওতায় বীজ উৎপাদন প্লট

৫.৩	কার্যক্রমের মেয়াদ	:	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১
৫.৪	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৫২৫.৬০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮০০; নিজস্ব ২৭২৫.৬০)
৫.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩৫২৫.৬০ লক্ষ টাকা
৫.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৪৯৩.৩২ লক্ষ টাকা
৫.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৫.৮. ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ (মে. টন)৫.৯.

কাজের নাম	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
আমন	২০০০.০০	১৬৭০.০৯	১৬৭০.০৯	১০০
বোরো	৫০০০.০০	৫৭৪৭.০০	৫৭৪৭.০০	১০০
গম	১৫০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১০০
মোট	৮,৫০০.০০	৯,৪১৭.০৯	৯,৪১৭.০৯	১০০

৫.৯. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
চুক্তিবদ্ধ চাষি প্রশিক্ষণ	কৃষক	৬০০	৬০০	১০০

৬. জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম

৬.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- সবজির ভিত্তি বীজ উৎপাদন, আধুনিক প্রযুক্তি ও বীজ শিল্প বিকাশে সেবা প্রদান;
- সবজির উৎপাদন, ফলনশীলতা এবং মাথাপিছু প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- আত্মকর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য ঘাটতি ও অপুষ্টি লাঘব;
- সুসংগঠিত প্রথায় বেসরকারি পর্যায়ে উন্নত বীজ উৎপাদন করে সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- বীজের স্বাভাবিক ব্যবহার নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা;
- সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা ।

মেহেরপুর সবজি বীজ খামারে সিম বীজ ফসলের মাঠ

৬.২. কার্যক্রম এলাকাঃ ০৪টি বিভাগ, ০৫টি জেলা, ০৫টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটি
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
রংপুর	রংপুর	রংপুর সদর
খুলনা	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর

৬.৩	কার্যক্রমের মেয়াদ	:	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১
৬.৪	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫২৫; নিজস্ব ৩৩০)
৬.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা
৬.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা
৬.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৬.৮. ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

(মে. টন)

কাজের নাম	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
শীতকালীন সবজি বীজ	৬৭.৪১	৬৫.৮০	৬৯.৫০	১০৬
গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ	৪৭.৫৯	৪৯.২৭	৪৮.৫০	৯৮
পেঁয়াজ বীজ ও বাল্ব বীজ	২০৫.০০	২২৩.১২	২২৩.১২	১০০
মোট	৩২০.০০	৩৩৮.১৯	৩৪১.১২	১০১

৬.৯. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
কৃষক প্রশিক্ষণ	কৃষক	৪০০	৪০০	১০০

৭. এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম

৭.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যমান ১৪টি সেন্টারের মাধ্যমে শাকসবজি, ফুল, ফল উৎপাদন ও বিপণন এবং এসব ফসলসহ ফলজ, বনজ, ঔষধি বৃক্ষের চারা/গুটি কলম উৎপাদন ও সরবরাহসহ এ জাতীয় ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের বিদ্যমান পুষ্টি সমস্যা দূরীকরণ এবং পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন;
- এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বীজ, চারা, গুটি, কলম, শাকসবজি, ফুল, ফল, মসলা জাতীয় ফসল ইত্যাদি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও চাষিদেরকে কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন;
- এগ্রো সার্ভিস সেন্টারের আওতাধীন প্রকল্প এলাকার কৃষকদের শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদনে প্রশিক্ষণ দেয়া। তাছাড়া আমিষ জাতীয় খাদ্যের উপর চাপ কমিয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রচলিত ও প্রবর্তনমূলক সবজী উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের প্রচেষ্টা নেওয়া;
- এ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিকটবর্তী শহর এলাকায় টাটকা শাকসবজি ও ফলমূলের চাহিদা মেটানো;
- উদ্যান ফসলের নতুন জাত ও প্রযুক্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও প্রসার কাজে ১৪টি কেন্দ্র প্রদর্শনী খামার হিবেবে কাজ করবে;
- শহরের নিকটবর্তী এলাকায় তাজা শাকসবজি এবং ফলমূলের চাহিদা এই কার্যক্রমের মাধ্যমে পূরণে সহায়তা করা।

কাজুবাদামের চারা উৎপাদন কার্যক্রম

পাবনা এগ্রো সার্ভিস কেন্দ্রে কৃষকদের মাঝে পেয়ারা চারা বিতরণ

৭.২. কার্যক্রম এলাকা: ০৮টি বিভাগ, ১৩টি জেলা, ১৪টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর
ময়মনসিংহ	জামালপুর	জামালপুর সদর
রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর
	রংপুর	রংপুর সদর
রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	লামা, বান্দরবান সদর
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর
খুলনা	খুলনা	খুলনা সদর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
বরিশাল	বরিশাল	বাবুগঞ্জ
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর
	বরগুনা	বরগুনা সদর

৭.৩ কার্যক্রমের মেয়াদ : জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১

৭.৪ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৭৫১.৯১ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪৫০; নিজস্ব ৩০১.৯১)

৭.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৭৫১.৯১ লক্ষ টাকা

৭.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৭১৩.৬৮ লক্ষ টাকা

৭.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০৩%

৭.৮. ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
সবজি	মে. টন	৫৬০৯৩.৮৫	৫৬০৯৩.৮৫	৬০২১৯.৩৩	১০৭
মসলা	মে. টন	৬৩৫.৯০	৬৩৫.৯০	৬৩৫.৯০	১০০
ফলমূল	মে. টন	৩২৭০.২৫	৩২৭০.২৫	৩৫১৮.১৩	১০৮
মোট (সবজি, মসলা, ফলমূল)	মে. টন	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৬৪৩৭৩.৩৬	১০৭
সবজি চারা	সংখ্যা	৩৭১৩০০০	৩৭১৩০০০	৪২৩৬৪৯৪	১১৪
ফুলের চারা	সংখ্যা	৫৭৫০০০	৫৭৫০০০	৫৬২১০৭	৯৮
চারা/কলম	সংখ্যা	৪২১২০০০	৪২১২০০০	৪১৯৫৬৬৩	১০০
নারিকেল চারা	সংখ্যা	৩০০০০০	৩০০০০০	২২৪২০০	১০০
মোট	সংখ্যা	৮৮,০০,০০০	৮৮,০০,০০০	৯২,১৮,৪৬৪	১০৩

*বিক্রয়যোগ্য চারা ৭০% এর শতভাগ ধরে

৭.৯. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজী উৎপাদন কৌশল	কৃষক	৪৫০০	৪৫০০	১০০

৭.১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি

সেমিনার/ কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
সেমিনার	যুগ্মপরিচালক, উপপরিচালক, সিনিয়র সহকারী পরিচালক ও উপসহকারী পরিচালক	৫৫	৫৫	১০০

ফসল সাব-সেক্টর: এডিপিভুক্ত প্রকল্প

২০২০-২১ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক ফসল সাব-সেক্টরে ০৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৪৩.৩৮ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ১৪২.৬৭ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৫০%। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইং কর্তৃক নিম্নোক্ত ০৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

১. নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প;
২. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজআলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
৩. বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প;
৪. মানসম্পন্ন মসলাবীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প;
৫. বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প;
৬. তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ);
৭. মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প।

৮. নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প

৮.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় স্থাপিত খামার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ এবং গুণগত মানসম্পন্ন ডাল, তৈল ও অন্যান্য বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে চর এলাকার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ;
- সুবর্ণচরে স্থাপিত খামার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে ডাল ও তৈলবীজ ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাতসমূহের ৫০০ মে. টন মানসম্মত বীজ উৎপাদনসহ অন্যান্য ফসলের ৭১০ মে. টন বীজ ২০২৪ সালের মধ্যে উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;
- চুক্তিবদ্ধ চাষি, এনজিও কর্মী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ ১,৮০০ জনকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করে খামার ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ;
- খামার ও প্রকল্প এলাকায় প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে বীজ প্রযুক্তি, বাগান তৈরি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিপরিবেশ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও কৃষিবাণিজ্যের উপর কৃষক ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

নোয়াখালী সুবর্ণচর খামারে উৎপাদিত সূর্যমুখী আবাদ

সুবর্ণচর প্রকল্পের আওতায় চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনে সয়াবিন বীজ উৎপাদন

৮.২ প্রকল্প এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০২টি জেলা, ১৩টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ, সুবর্ণচর, হাতিয়া, চাটখিল, কবিরহাট, সোনাইমুড়ি, বেগমগঞ্জ, সেনবাগ
	লক্ষ্মীপুর	কমলনগর, লক্ষ্মীপুর সদর, রায়পুর, রামগতি

৮.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	এপ্রিল ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
৮.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	৪০১৪.৩১ লক্ষ টাকা
৮.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৮৯০.০০ লক্ষ টাকা
৮.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৮৯০.০০ লক্ষ টাকা
৮.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৮৮৯.৮৭ লক্ষ টাকা
৮.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৮.৯. ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
ভিত্তি বীজ উৎপাদন	মে. টন	৭৫০	১৩৫	১৪৫.৪	১০৭.৭
বীজ সংগ্রহ	মে. টন	৫০০	১২৫	১৫৪.৫	১২৩.৬
বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ	মে. টন	১২৫০	১৯৫	১৯৫	১০০
নার্সারি	সংখ্যা	১৯১৬০০	৩৮৩২০	৩৮৫০০	১০০
প্রাণী পালন	সংখ্যা	৮০	৮০	৮০	১০০
ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন	মে. টন	১০১	২৩	২৩	১০০
জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন	সংখ্যা	১৫০০	২৯২	২৯২	১০০
থ্রি হুইলার জিপ ক্রয়	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
ট্রাক্টর এক্সেসরিজসহ ক্রয়	সংখ্যা	০২	০১	০১	১০০
কম্বাইন্ড হারভেস্টর ক্রয়	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘ. মি.	৫০৬০০	২০২৪০	২০২৪০	১০০
থ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	ব. মি.	৮০০	৮০০	৮০০	১০০
ডরমেটরি নির্মাণ	ব. মি.	৬৬০	২২০	২২০	১০০
পাকা রাস্তা নির্মাণ	রা.মি.	২০০০	১০৪০	১০৪০	১০০
লেক ও খাল খনন	ঘ. মি.	৪০০০০	২৪০০০	২৪০০০	১০০

৮.১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১	অর্জনের হার (%)	
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
বসতবাড়িতে ফল ও সবজি চাষ এবং খামার ব্যবস্থাপনা	স্থানীয় কৃষক, বীজ ডিলার, এনজিও প্রতিনিধি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, ইমাম, গৃহিণী	১২০	১২০	১০০
ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন কলাকৌশল ও সংরক্ষণ	স্থানীয় কৃষক ও চুক্তিবদ্ধ চাষি	৬০	৬০	১০০
ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন	স্থানীয় কৃষক ও চুক্তিবদ্ধ চাষি	৩০	৩০	১০০
স্থানীয় জাতের সংরক্ষণ এবং কৃষি বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্য রক্ষণাবেক্ষণ	কৃষক, স্কিম ম্যানেজার, স্থানীয় খামারি	৯০	৯০	১০০
উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কৃষিতে ঝুঁকি মোকাবেলা	কৃষক, স্কিম ম্যানেজার, স্থানীয় খামারি	৬০	৬০	১০০
টেকসই জৈব কৃষি ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা	কৃষক, স্কিম ম্যানেজার, স্থানীয় খামারি	৯০	৯০	১০০

৮.১১. ২০২০-২১ অর্থবছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি

সেমিনার/ কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আমাদের প্রয়াস; প্রেক্ষিত সুবর্ণচর খামার	নোয়াখালী অঞ্চলের বিএডিসি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসন	৬০	৬০	১০০

৯. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজআলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর চুক্তিবদ্ধ বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন;
- হিমাগারে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বীজআলু বাছাইকরণ, প্যাকেজিং সুবিধা উন্নতকরণ এবং বীজ শুকানোর জন্য আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;
- অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনে উৎপাদিত মানসম্মত বীজআলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম সম্পন্নের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ;
- চাঁদপুরসহ পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, নোয়াখালী জেলাসমূহের বীজআলুর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উল্লেখিত জোনের বীজআলু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বীজ আলুর সর্টিং শেড

৯.২ প্রকল্প এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০২টি জেলা, ০৬টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, শাহরাস্তি
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, লালমাই, লাকসাম, বরুড়া

৯.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২১
৯.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	১১১৬.৫৭ লক্ষ টাকা
৯.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৯৩.০০ লক্ষ টাকা
৯.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩৯৩.০০ লক্ষ টাকা
৯.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৯২.৫২ লক্ষ টাকা
৯.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৯.৯. ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
পাওয়ার স্প্রেয়ার	সংখ্যা	৫৬	৩৬	৩৬	১০০
ত্রিপল	সংখ্যা	৯০	৭০	৭০	১০০
বীজআলুর সর্টিংশেড	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
ভূমিক্রয়	একর	১.০৯৭৫	১.০৯৭৫	১.০৯৭৫	১০০

১০. বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প

১০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- কৃষক ও সকল ভোক্তা পর্যায়ে গুণগতমানসম্পন্ন বিভিন্ন রকমের ফলমূল, শাকসবজি, ফুল, অর্কিড, শোভাবর্ধনকারী গাছ, ঔষধি গাছ, শাকসবজির উন্নতজাতের চারা, গ্রাফটিং, গুটি-কলম ও বীজ উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রদর্শনী প্লটে প্রদর্শন, উৎপাদন ও বিতরণ;
- বিভিন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি বিষয়ে প্রকল্প এলাকার চাষি, নার্সারি মালিক এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উদ্যান ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, প্রতিকূলতা সহনশীল জাতের উদ্যান ফসলের চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং টিস্যুকালচারের মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত মাতৃগুণাগুণ সম্পন্ন উচ্চমূল্যের উদ্যান ফসলের চারা উৎপাদন ও বিতরণ;
- মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধসহ সমগ্র জনগোষ্ঠীর নিকট ফলমূল, শাকসবজি, মসলা ইত্যাদি উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ;
- কৃষি যন্ত্রপাতি, টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি, অফিস ভবন, খামার উন্নয়ন, বিভিন্ন স্থাপনা, যানবাহন ও উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ।

১০.২ প্রকল্প এলাকা: ০৫টি বিভাগ, ১১টি জেলা, ৬৩টি উপজেলা ও ০৪টি সিটি কর্পোরেশন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (আরবান সেলন সেন্টার), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (সবজি ও মৎস্য হিমাগার), ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ
	গাজীপুর	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন (উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, কাশিমপুর), শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ
	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর (উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, টাঙ্গাইল), দেলদুয়ার, ঘাটাইল, কালিহাতি, ভুয়াপুর, সখিপুর, বাসাইল
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও, ফুলবাড়ীয়া, মুক্তাগাছা, ধোবাউড়া, ঈশ্বরগঞ্জ, হালুয়াঘাট, তারাকান্দা, গৌরীপুর
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, পবা, মোহনপুর, তানোর, গোদাগাড়ী
	বগুড়া	বগুড়া সদর, শাহজাহানপুর, গাবতলী, শেরপুর, ধুনট, সারিয়াকান্দি, কাহালু, নন্দিগ্রাম, শিবগঞ্জ
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	মতলব দক্ষিণ
	চট্টগ্রাম	পটিয়া, সাতকানিয়া, বাঁশখালী, আনোয়ারা, বোয়ালখালী, লোহাগড়া, চন্দনাইশ
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর, লাঙ্গলকোট, মনোহরগঞ্জ, লাকসাম, মেঘনা, তিতাস, মুরাদনগর, ব্রাহ্মণপাড়া
খুলনা	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর, ভেড়ামারা, কুমারখালী, দৌলতপুর, খোকসা
	যশোর	যশোর সদর, ঝিকরগাছা, চৌগাছা, বাঘারপারা, মনিরামপুর, শার্শা

১০.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২
১০.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	১০৩৫৭.৩৫ লক্ষ টাকা
১০.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২৬৫৪.০০ লক্ষ টাকা
১০.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	২৬৫৪.০০ লক্ষ টাকা
১০.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২৬৫০.৩২ লক্ষ টাকা
১০.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

বিএডিসি'র কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে বিএডিসি বারোমাসি মাল্টা-১ এর স্বাদ পরখ করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মো. মেসবাহুল ইসলাম ও তাঁর সহধর্মিনী অধ্যাপক কাওসার পারভীন

কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে বিএডিসি কর্তৃক উদ্ভাবিত বিএডিসি কমলা-২

১০.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
স্থানীয় বীজ নারিকেল ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	৮.১০	১.৯২	১.৯২	১০০
সুপারি বীজ ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	২.০০	০.৬৭	০.৬৭	১০০
নিরাপদ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজি উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	কেজি	২১০০	৮০০	৮০০	১০০
সবজি ও মসলার চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	কেজি	৮৭০০	৩০০০	৩০০০	১০০
ফলের চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	২৯.০০	১০	১০	১০০
ঔষধি গাছের চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	২.৩	০.৯০	০.৯০	১০০
ফলের গ্রাফট, গুটি উৎপাদনের জন্য প্ল্যান্টিং মেটেরিয়াল ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	৭.৭	৩.৭	৩.৭	১০০
ফুল ও শোভাবর্ধনকারী গাছের কাটিং, বাডিং, গুটি উৎপাদনের জন্য প্ল্যান্টিং মেটেরিয়াল ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	৩.৬০	১.২৪	১.২৪	১০০
বিভিন্ন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	১০৩৪	৩১৯	৩১৯	১০০
পুকুর পুনঃখনন	ঘ.মি.	২৯৮৪.৫২	২৯৮৪.৫২	২৯৮৪.৫২	১০০
দোঁ-আশ মাটি দ্বারা ভূমি উন্নয়ন	ঘ.মি.	৩০৭০০	১৮৮২.৩৫	১৮৮২.৩৫	১০০
গোবর সার দ্বারা ভূমি উন্নয়ন	ঘ.মি.	১২৬০০	৭৪০	৭৪০	১০০
বারবেড ওয়ার ফেনসিংসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	৩৭৭৮	৩০৪.৮৪	৩০৪.৮৪	১০০
আরসিসি ওয়েস্ট ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
নেট হাউজ	সংখ্যা	২০	০৫	০৫	১০০

১০.১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
কৃষক/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	কৃষক	৯৬৪০	৯৬৪০	১০০
আরবান স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ	শহুরে উপকারভোগী	৬০০	৬০০	১০০
প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্বুদ্ধকরণ সফর	কৃষক	৪৫০	৪৫০	১০০
প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা	৩৩০	৩৩০	১০০

১১. মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ শীর্ষক প্রকল্প

১১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- মানসম্পন্ন মসলা বীজ ও চারা/কলম সহজলভ্য করা এবং পর্যায়ক্রমে মসলার আমদানি ব্যয় ৭-১২% হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মসলা বীজ উৎপাদনকারী চুক্তিবদ্ধ কৃষকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা অর্জন, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি;
- মানসম্পন্ন মসলা বীজ উৎপাদনের জন্য ভূমি উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন, বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের ভৌত অবকাঠামোসহ অন্যান্য উচ্চ প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ;
- আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল না হয়ে ২টি গ্রিনহাউজের মাধ্যমে সারাবছর ব্যাপী মসলাসহ অন্যান্য ফসলের বীজ/কলম উৎপাদন নিশ্চিত করা।

১১.২ প্রকল্প এলাকা: ০৫টি বিভাগ, ১৫টি জেলা, ১৪টি উপজেলা ও ০৪টি সিটি কর্পোরেশন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
	টাঙ্গাইল	মধুপুর
	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
	গাজীপুর	শ্রীপুর
রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর
	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি, সাঘাটা
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর
	রংপুর	রংপুর সিটি কর্পোরেশন
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
	পাবনা	পাবনা সদর
	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, লামা
খুলনা	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর

রাজশাহী জেলায় প্রকল্পের আওতায় চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনে কালোজিরা বীজ ফসলের মাঠ

ফরিদপুর জেলায় বিএডিসি'র উৎপাদিত পেঁয়াজ বাল্ব বীজের মাঠ পরিদর্শন করছেন গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব জনাব শাইখ সিরাজ

১১.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৪
১১.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	৬০৫০.০০ লক্ষ টাকা
১১.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা
১১.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা
১১.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৯৭৪.৯০ লক্ষ টাকা
১১.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১১.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
উৎপাদিত মানঘোষিত বিভিন্ন প্রকার মসলা বীজ ক্রয়	মে. টন	১০০০	১৯৫.২৫	১৯৫.২৫	১০০
ডিহিউমিডিফাইড	সংখ্যা	০২	০২	০২	১০০
অটোড্রায়ার	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
কালার সর্টার মেশিন	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘ.মি	১৬০৪২৬	৫১৯৬০	৫১৯৬০	১০০
ডিহিউমিডিফায়ার ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদিসহ ১টি স্টোর নির্মাণ	ব.মি	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১০০
ইমপ্লিমেন্ট শেড	ব.মি	৭৫০	৭৫০	৭৫০	১০০
পানি নিষ্কাশন নালা	রা.মি	১২৫০	৬৫০	৬৫০	১০০
বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন (১০০-১২৫ কেভিএ)	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০

১১.১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
মসলা বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কলাকৌশল	কর্মকর্তা	৬০	৬০	১০০
	কর্মচারী	৩০	৩০	১০০
	কৃষক	১৫০	১৫০	১০০

১২. বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

১২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- জাতীয় সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খামার ও চাষি পর্যায়ে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;
- সবজি উৎপাদনের একর প্রতি ফলন বাড়ানোর মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের মাত্রা সমৃদ্ধকরণ;
- বিভিন্ন প্রকারের ও জাতের হাইব্রিড সবজি বীজের মাতৃ-পিতৃ সারি সংগ্রহপূর্বক বীজ উৎপাদন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এই খাতের আমদানি হ্রাসকরণ;

- সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাইব্রিড বীজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবহার বাড়ানো;
- কৃষক, বেসরকারি বীজ উৎপাদক, বীজ ডিলার ও এনজিওদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত বীজ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ।

১২.২ প্রকল্প এলাকাঃ ০৮টি বিভাগ, ২৪টি জেলা, ৯৫টি উপজেলা ও ০৯টি সিটি কর্পোরেশন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ
	গাজীপুর	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ
	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, মধুপুর, মির্জাপুর, ঘাটাইল, কালিহাতি, ভুয়াপুর
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, পাকুন্দিয়া, মিঠামইন
ময়মনসিংহ	জামালপুর	জামালপুর সদর, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ী
	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও, ভালুকা, মুক্তাগাছা, নান্দাইল
বরিশাল	বরগুনা	বরগুনা সদর, আমতলি
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, দুমকি, দশমিনা, কলাপাড়া
	বরিশাল	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বানারিপাড়া, মেহেন্দীগঞ্জ, গৌরনদী, বাকেরগঞ্জ
রংপুর	রংপুর	রংপুর সিটি কর্পোরেশন, মিঠাপুকুর, কাউনিয়া, পীরগাছা, গংগাচড়া
	গাইবান্ধা	সাঘাটা, ফুলছড়ি, গোবিন্দগঞ্জ
	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ি, বিরামপুর, খানসামা, চিরিরবন্দর, বিরল
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, পবা, পুঠিয়া, তানোর, বাঘা, গোদাগাড়ী
	পাবনা	পাবনা সদর, সাঁথিয়া, বেড়া, আটঘরিয়া, ভাঙ্গুড়া
	বগুড়া	বগুড়া সদর, দুপচাঁচিয়া, শেরপুর, ধুনট, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা
সিলেট	সিলেট	সিলেট সিটি কর্পোরেশন, কোম্পানিগঞ্জ, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, বালাগঞ্জ
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, লামা
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর
	চট্টগ্রাম	পটিয়া, হাটহাজারী, রাউজান, মিরসরাই
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, হোমনা, চান্দিনা, দাউদকান্দি
খুলনা	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর
	খুলনা	খুলনা সিটি কর্পোরেশন, ডুমুরিয়া, কয়রা, পাইকগাছা, ফুলতলা
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর, ভেড়ামারা, কুমারখালী, দৌলতপুর
	যশোর	যশোর সদর, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, কেশবপুর, শার্শা

১২.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩
১২.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	৩৯৬০.০০ লক্ষ টাকা
১২.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৮১৭.০০ লক্ষ টাকা
১২.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৮১৭.০০ লক্ষ টাকা
১২.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৮১৭.০০ লক্ষ টাকা
১২.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

কুষ্টিয়া জেলায় বারি হাইব্রিড বেগুন-৪ এর প্রদর্শনী প্লট

কুমিল্লা জেলায় হাইব্রিড বেগুন-২ এর প্রদর্শনী প্লট

১২.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বিভিন্ন জাতের হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন (টমেটো, বেগুন, করলা, মিষ্টি কুমড়া)	কেজি	৫১১৫	২১০০	২১৩৯	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি.	১৫০০০	৩০০০	৩০০০	১০০
নেট হাউজ (প্রতিটি ১৫০ বর্গমি.)	সংখ্যা	১২	০২	০২	১০০
পলি হাউজ (প্রতিটি ১০০ বর্গমি.)	সংখ্যা	০৫	০১	০১	১০০
বাউন্ডারি ওয়াল (আরসিসি পিলারসহ)	মিটার	৫০০	১৬৭	১৬৭	১০০
ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন	মে. টন	৮৬০	২২৯	২২৯	১০০
অভ্যন্তরীণ রাস্তা (গ্রামীণ সড়ক)	মিটার	২০০০	২০০০	২০০০	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ (বারিড পাইপ)	মিটার	২০০০	১০০০	১০০০	১০০
নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	০২	০১	০১	১০০
পাওয়ার টিলার এবং সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১০	০৫	০৫	১০০
ক্লিনার কাম গ্রেডার	সংখ্যা	০৩	০৩	০৩	১০০
ফিল্ড সরঞ্জাম	সংখ্যা	৩১	১১	১১	১০০
প্রসেসিং ল্যাব সরঞ্জাম	সেট	০৭	০৪	০৪	১০০
ড্রাইং কন্টেইনার	সেট	৩১০০	৩৬	৩৬	১০০

১২.১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
কৃষক প্রশিক্ষণ	কৃষক	৬০০	৬০০	১০০
কর্মচারী প্রশিক্ষণ	কর্মচারী	২১০	২১০	১০০
ডিলার প্রশিক্ষণ	ডিলার	৯০	৯০	১০০
কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা	১০৫	১০৫	১০০

১৩. তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)

১৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গবেষণা, মূল্যায়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে ধানভিত্তিক শস্য বিন্যাসে তৈল ফসল অন্তর্ভুক্তিপূর্বক তৈল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিএডিসি'র ডাল ও তৈলবীজ বিভাগের ভিত্তি বীজ উৎপাদন খামারে এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতজাতের ধানবীজ, পাটবীজ, মসুরবীজ ও তৈলবীজ উৎপাদন;
- জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএডিসি'র ডাল ও তৈলবীজ বিভাগের বিদ্যমান অবকাঠামোর মাধ্যমে গুনগতমানসম্পন্ন ১,০৫২.৩২ মে. টন আমন, বোরো, আউশ ধানবীজ, পাটবীজ, মসুরবীজ ও তৈলবীজ উৎপাদন;
- তৈলবীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের মাধ্যমে বিদ্যমান অবকাঠামোগত সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ;
- প্রক্রিয়াজাতকৃত ও সংরক্ষিত বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ।

১৩.২ প্রকল্প এলাকা: ০৬টি বিভাগ, ২০টি জেলা, ৬৪টি উপজেলা ও ০১টি সিটি কর্পোরেশন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, ঘাটাইল, কালিহাতি, মধুপুর, নাগরপুর, দেলদোয়ার, বাসাইল, সখিপুর
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর
	ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর, সাটুরিয়া
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, সদরপুর, নগরকান্দা
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা
	জামালপুর	জামালপুর সদর, ইসলামপুর, বকশীগঞ্জ, সরিষাবাড়ী
রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর
	রংপুর	রংপুর সদর, বদরগঞ্জ, পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, পীরগাছা, গংগাচড়া
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, ভূরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট
	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর, পাটগ্রাম, হাতীবান্ধা
	পঞ্চগড়	বোদা, দেবীগঞ্জ
রাজশাহী	বগুড়া	নন্দিগ্রাম
	নাটোর	বরাইগ্রাম, লালপুর, নাটোর সদর
	রাজশাহী	বাঘা, চারঘাট, গোদাগাড়ী, পবা, পুঠিয়া, তানোর, রাজপাড়া
	পাবনা	আতাইকুলা, আটঘরিয়া, বেড়া, ঈশ্বরদী, পাবনা সদর, সাঁথিয়া, সুজানগর
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর,
খুলনা	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর, বাবুগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ, মুলাদী

মেহেরপুর ডাল ও তৈলবীজ খামারে সূর্যমুখী বীজ ফসলের প্লট

সরিষা বীজ ফসলের মাঠ

১৩.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫

১৩.৪ প্রকল্প ব্যয় : ২০৪৩.৭৫ লক্ষ টাকা

১৩.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩৮১.০০ লক্ষ টাকা

১৩.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৩১৬.০০ লক্ষ টাকা

১৩.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩১৫.৯৬ লক্ষ টাকা

১৩.৮ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৩.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
মসুর বীজ ও তৈলজাতীয় ফসলের ভিত্তিমানের বীজ উৎপাদন	মে. টন	২১২	৪৮	৪৮	১০০
বোরো, রোপা আমন আউশ ও পাটের ভিত্তি/মানঘোষিত বীজ উৎপাদন	মে. টন	৪৮৫	৫২	৫২	১০০
ডেক্সটপ কম্পিউটার (প্রিন্টার, ইউপিএস ও স্ক্যানারসহ) ক্রয়	সংখ্যা	০২	০২	০২	১০০
ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
ট্রাক্টর ক্রয়	সংখ্যা	০২	০২	০২	১০০
পাওয়ারটিলার ক্রয়	সংখ্যা	০২	০২	০২	১০০

১৪. মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প

১৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- কৃষকদের মাঝে মানসম্পন্ন বীজ আলু সরবরাহের মাধ্যমে বাংলাদেশে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সারা দেশের কৃষকদের নিকট সরবরাহের জন্য রোগমুক্ত উন্নতমানের আধুনিক জাতের বীজ আলু উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- বীজ আলু সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন হিমাগার স্থাপন এবং হিমাগারের সংরক্ষিত বীজ আলুর গুণগত মান বজায় রাখার স্বার্থে বিদ্যমান হিমাগারগুলি আধুনিকায়নের ব্যবস্থা করা;
- চুক্তিবদ্ধ চাষি, বীজ ডিলার, বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারী, এনজিও ও সাধারণ কৃষকদের আধুনিক আলু চাষের কলাকৌশলের উপর জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- আলুর নতুন জাত জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, মাঠ পরিদর্শন ও মাঠ দিবসের আয়োজন করা এবং বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করে প্রচারণা চালানো;
- বীজ আলু সর্টিং, গ্রেডিং এবং প্যাকেজিং কার্যক্রমে গ্রামের মানুষ বিশেষ করে নারীদের নিয়োজিতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আলুর রোগমুক্ত বীজ এবং নতুন জাত কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ;
- হিমাগারের বিদ্যুৎ খরচ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন করা ।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি নীলফামারীর ডোমারে অবস্থিত বিএডিসি'র আলুর ভিত্তি বীজ খামার পরিদর্শন করছেন

মেহেরপুরে বিএডিসি'র মাঠ দিবসে রপ্তানিযোগ্য আলুর প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন

১৪.২ প্রকল্প এলাকা: ০৮টি বিভাগ, ৪২টি জেলা, ১৭৬টি উপজেলা ও ০২টি সিটি কর্পোরেশন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, দোহার
	গাজীপুর	গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর
	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, মধুপুর, ঘাটাইল, কালিহাতি, গোপালপুর, ধনবাড়ী
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর, ইটনা, তাড়াইল, করিমগঞ্জ
	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর, সাটুরিয়া
	মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ সদর, লৌহজং, শ্রীনগর, গজারিয়া, টংগীবাড়ী, সিরাজদিখান
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, বোয়ালমারী
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, মুকসুদপুর
	মাদারিপুর	মাদারিপুর সদর, কালকিনি
ময়মনসিংহ	জামালপুর	জামালপুর সদর, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ী
	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল, ফুলপুর
	শেরপুর	শেরপুর সদর, শ্রীবরদী, নকলা, নালিতাবাড়ী
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর, বাবুগঞ্জ, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, বাউফল, দশমিনা, গলাচিপা
	ভোলা	ভোলা সদর, চরফ্যাশন, লালমোহন, বোরহানউদ্দিন
রংপুর	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর, সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল, হরিপুর
	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর, বীরগঞ্জ, পার্বতীপুর, চিরিরবন্দর, বিরল, কাহারোল
	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর, কালীগঞ্জ
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী, ভূরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, উলিপুর, চিলমারী, রাজিবপুর
	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর, বোদা, আটোয়ারী, দেবীগঞ্জ, তেঁতুলিয়া
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, ডোমার, কিশোরগঞ্জ, জলঢাকা, ডিমলা
রাজশাহী	রাজশাহী	পবা, পুঠিয়া, তানোর, দূর্গাপুর, মোহনপুর, বাগমারা, গোদাগাড়ী
	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, কামারখন্দ
	পাবনা	পাবনা সদর, ঈশ্বরদী. সুজানগর
	বগুড়া	শেরপুর, শাজাহানপুর, নন্দিগ্রাম, কাহালু, শিবগঞ্জ, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা
	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর, কালাই, আক্কেলপুর, ক্ষেতলাল, পাঁচবিবি
	নওগাঁ	নওগাঁ সদর, মহাদেবপুর, আত্রাই, নিয়ামতপুর, বদলগাছী
সিলেট	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া
	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর, মাধবপুর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	পটিয়া, হাটহাজারী, চন্দনাইশ, লোহাগাড়া, সাতকানিয়া
	কুমিল্লা	দাউদকান্দি, হোমনা, তিতাস, মেঘনা, লাকসাম
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, শাহরাস্তি, হাজীগঞ্জ, মতলব, ফরিদগঞ্জ
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর
	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর, চকরিয়া, রামু
খুলনা	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর
	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর, মহেশপুর, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, হরিণাকুণ্ডু
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর, ভেড়ামারা, কুমারখালী, খোকসা
	যশোর	যশোর সদর, ঝিকরগাছা, চৌগাছা
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর, দামুরহুদা, জীবননগর, আলমডাঙ্গা
	বাগেরহাট	চিতলমারী

১৪.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
১৪.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	৫৯৫৯৬.১২ লক্ষ টাকা
১৪.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৮২২৮.০০ লক্ষ টাকা
১৪.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৮২২৮.০০ লক্ষ টাকা
১৪.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৮২২৬.৬৯ লক্ষ টাকা
১৪.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১৪.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	১৫০০	৩০০	৩০০	১০০
মাঠ দিবস	সংখ্যা	৭৫	১৫	১৫	১০০
স্থানীয় প্রশিক্ষণ (অফিসার, স্টাফ, চুক্তিবদ্ধ কৃষক, এনজিও ইত্যাদি)	জন	৮৪০০	১৬৮০	১৬৮০	১০০
বীজআলু উৎপাদন	টন	১৮৬৮২৪.৬৬	৩৫৬৫৬	৩৫১৪৭	৯৯
ভূমি অধিগ্রহণ	একর	৩.৫৯	১.৩৯	১.৩৯	১০০
খামারের ভূমি উন্নয়ন কাজ	হেক্টর	৫৩	১২	১২	১০০
অফিস ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ (প্রত্যেকটি ১৫০ ব. মি.)	ইউনিট	০৩	০২	০২	১০০
ইন্সুলেশন প্রতিস্থাপন (৩২ চেম্বার)	চেম্বার	৩২	০৪	০৪	১০০
সীমানা প্রাচীর	রা.মি.	২০০০	৬৬৭	৬৬৭	১০০
সর্টিংশেড	ব. মি.	২০০০০	৩২৬৪	৩২৬৪	১০০
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	রা.মি.	৩০০০	৩০০০	৩০০০	১০০
থ্রেসিং ফ্লোর	ব. মি.	৮০০	৪০০	৪০০	১০০
অন্যান্য (ইমপ্লিমেন্ট শেড, গ্যারেজ, গেইট, রাস্তা, ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন রুম, ইন্সপেকশন রুম ইত্যাদি)	সংখ্যা	২৩	১৫	১৫	১০০

১৪.১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
চুক্তিবদ্ধ চাষি প্রশিক্ষণ	চুক্তিবদ্ধ চাষি/বীজ ডিলার/এনজিও কর্মী	১৫৯০	১৫৯০	১০০
কর্মচারী প্রশিক্ষণ	বিএডিসি'র কর্মকর্তা	৯০	৯০	১০০

অধ্যায়-৩

ক্ষুদ্রসেচ উইং

অধ্যায়-৩
ক্ষুদ্রসেচ উইং

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেচ অন্যতম অপরিহার্য কৃষি উপকরণ। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনায় দেশব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সেচ সুবিধা, সেচ প্রযুক্তি ও সেচ এলাকা সম্প্রসারণের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক ১৮টি সেচ প্রকল্প ও ১০টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সেচ সাব-সেক্টর: রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচি

কৃষিজমি সেচের আওতায় আনয়ন তথা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে বিভিন্ন প্রকল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্রসেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। কৃষিজমিতে সেচ প্রদান ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং কর্তৃক ১০টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে খাল পুনঃখনন, ভূ-উপরিস্থ সেচনালা, ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন ও পুনর্বাসন, আর্টেসিয়ান নলকূপ স্থাপন, সৌরশক্তিচালিত পাম্প ও ডাগওয়েল স্থাপন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০টি সেচ কর্মসূচির অনুকূলে রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ ছিল ২৭.৪১ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ২৭.২৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৪৫%।

২০২০-২১ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক নিম্নোক্ত ১০টি সেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে :

১. সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় চিলাই নদীতে নির্মিত রাবার ড্যামের উজানে পানির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তীর সংরক্ষণ ও গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি;

২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি;

৩. শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় চেল্লাখালীতে নির্মিত রাবার ড্যামের তীর সংরক্ষণ ও পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি;

৪. নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় হাওরে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও কৃষকদের নিরাপদ ও দ্রুত ফসল পরিবহন সুবিধা প্রদান কর্মসূচি;

৫. চট্টগ্রাম জেলার গুমাই বিলসহ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সেচ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্মসূচি;

৬. মুন্সীগঞ্জ জেলায় ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি;

৭. গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি কর্মসূচি;

৮. গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি;

৯. নোয়াখালী জেলার কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি এবং

১০. খুলনা জেলার ডাকাতিয়া বিল জলাবদ্ধতা নিরসন ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি।

১. সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় চিলাই নদীতে নির্মিত রাবার ড্যামের উজানে পানির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তীর সংরক্ষণ ও গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি

১.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- চিলাই নদীতে রাবার ড্যামের উজানে দুই পাড়ের মোট ০.৭৫ কি.মি. বাঁধ সিসি ব্লক ও গাইড ওয়াল দ্বারা নির্মাণ এবং ১.২০ কি.মি. বাঁধ পেলিসাইডিং দ্বারা নির্মাণ করে জলাধারের তলদেশে জমাকৃত পলিমাটি ও বালু পুনঃখনন/অপসারণ করে কৃত্রিম জলাধার তৈরিপূর্বক জলাধারের পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করতঃ অতিরিক্ত ৩৬০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- ভূ-উপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক ১,৫০০ মে. টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উৎপাদন।

১.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
সিলেট	সুনামগঞ্জ	দোয়ারাবাজার

১.৩ কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২

১.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৮০০.০০ লক্ষ টাকা

১.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১০১.০০ লক্ষ টাকা

১.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ১০১.০০ লক্ষ টাকা

১.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১০০.৬০ লক্ষ টাকা

১.৮ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
রাবার ড্যামের পানি সংরক্ষণের জন্য সিসি ব্লক ও গাইড ওয়াল নির্মাণের মাধ্যমে তীর সংরক্ষণ কাজ	কি.মি.	০.৭৫	০.১৫	০.১৫	১০০

২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি

২.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৭০০ হেক্টর জমিতে কম খরচে সেচ সুবিধা প্রদান;
- খাল পুনঃখনন, ভূগর্ভস্থ সেচনালা ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে সেচ এলাকা বৃদ্ধি এবং ৩,৫০০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ।

২.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর ও বিজয়নগর

২.৩ কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২

২.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৯৫৬.০০ লক্ষ টাকা

২.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৫৩৩.৮০ লক্ষ টাকা

২.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৫৩৩.৮০ লক্ষ টাকা

২.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৫১৯.৫৯ লক্ষ টাকা

২.৮ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় নির্মিত ভূগর্ভস্থ সেচনালা

২.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন/সংস্কার	কি.মি.	২১	১২	১২	১০০
আরসিসি আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	১৬০	৮৩	৮৩	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৬০০ মি.)	সংখ্যা	১৫	০৬	০৬	১০০
ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ/সম্প্রসারণ (প্রতিটি ৪০০ মি.)	সংখ্যা	৩০	১৮	১৮	১০০
ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ পানি নিষ্কাশন নালা নির্মাণ	মিটার	১০০০	৪০০	৪০০	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	০৫	০২	০২	১০০
সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ	সংখ্যা	০১	০১	০১	১০০
কনডুয়িট/ ওয়াটার পাস নির্মাণ	সংখ্যা	২৪	১২	১২	১০০

২.১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
সেচ ব্যবস্থাপনা ও সেচযন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত	স্কিম ম্যানেজার/কৃষক	৬০	৬০	১০০

৩. শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় চেল্লাখালীতে নির্মিত রাবার ড্যামের তীর সংরক্ষণ ও পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি

৩.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- চেল্লাখালী রাবার ড্যামের দুই পাড়ে মোট ১.৬০ কি.মি. বাঁধ সিসি ব্লক ও গাইড ওয়াল দ্বারা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কৃত্রিম জলাধার তৈরি করে প্রায় ২৩০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- নির্মিত জলাধারের তলদেশে জমাকৃত পলিমাটি/বালু পুনঃখনন করে জলাধারের পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ভূ-উপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ১,০০০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা ।

৩.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ময়মনসিংহ	শেরপুর	নালিতাবাড়ি

চেল্লাখালী রাবার ড্যামের সিসি ব্লক ও গাইড ওয়াল নির্মাণ

৩.৩	কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১
৩.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৬৫৫.৫০ লক্ষ টাকা
৩.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৪০২.৭০ লক্ষ টাকা
৩.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৪০২.৭০ লক্ষ টাকা
৩.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৪০২.৭০ লক্ষ টাকা
৩.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৩.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
রাবার ড্যামের সিসি ব্লক ও গাইড ওয়াল নির্মাণ	কি.মি.	১.০৭	০.৭৩	০.৭৩	১০০

৪. নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় হাওরে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও কৃষকদের নিরাপদ ও দ্রুত ফসল পরিবহন সুবিধা প্রদান কর্মসূচি

৪.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- আগাম বন্যা ও ভারী বর্ষণের ফলে কৃষকদের ফসল রক্ষার্থে, নিরাপদ ও দ্রুত কৃষি পণ্য পরিবহনের জন্য এবং কৃষকদের ধান চাষে উৎসাহিত করতে ১,০০০ মিটার গোপাট পাকাকরণ;
- ৬ কি.মি. খাল পুনঃখননের মাধ্যমে খালের পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানসহ অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

কর্মসূচির আওতায় নেত্রকোণার কলমাকান্দা উপজেলায় নির্মিত পাকা গোপাট

৪.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	কলমাকান্দা

৪.৩	কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১
৪.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	১৮৪.৫০ লক্ষ টাকা
৪.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৭৮.৫০ লক্ষ টাকা
৪.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৭৮.৫০ লক্ষ টাকা
৪.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৭৮.৫০ লক্ষ টাকা
৪.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৪.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
গোপাট পাকাকরণ	মিটার	৫০০	৫০০	৫০০	১০০
খাল খনন/পুনঃখনন	কি.মি.	০২	০২	০২	১০০
আরসিসি/ইউপিভিসি আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	০৪	০৪	০৪	১০০
কনডুয়িট/ওয়াটার পাস নির্মাণ	সংখ্যা	০২	০২	০২	১০০

৫. চট্টগ্রাম জেলার গুমাই বিলসহ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সেচ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্মসূচি

৫.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- খাস মজা খাল পুনঃখনন, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক ৬০৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান ও ১,০৮০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ;
- সৌরশক্তিচালিত পাম্প ক্ষেত্রায়ণ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণের মাধ্যমে সেচ খরচ কমানো ও সেচের পানি অপচয় রোধ করে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- ফসল পরিবহন ও সংগ্রহে উন্নত ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি;
- ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।

৫.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	রাঙ্গুনিয়া

৫.৩	কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩
৫.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৭৫৩.০০ লক্ষ টাকা
৫.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৭.০০ লক্ষ টাকা
৫.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩৭.০০ লক্ষ টাকা
৫.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৬.৬৯ লক্ষ টাকা
৫.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৫.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১-কিউসেক এলএলপির জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	সংখ্যা	০৬	০৬	০৬	১০০

৬. মুন্সীগঞ্জ জেলায় ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

৬.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করে ৩০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনয়নপূর্বক অতিরিক্ত ৬০০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে যাওয়া খাল পুনঃখননের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো ও
- ভূ-উপরিস্থ পানির প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ কমানো, নারীসহ দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্যবিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলায় নাগরভোগ খাল পুনঃখনন

৬.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০৬টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ সদর, গজারিয়া, টঙ্গিবাড়ী, লৌহজং, সিরাজদিখান, শ্রীনগর

৬.৩	কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১
৬.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৫৩৮.৪২ লক্ষ টাকা
৬.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২৫৬.৪৬ লক্ষ টাকা
৬.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	২৫৬.৪৫ লক্ষ টাকা
৬.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২৫৬.৩৯ লক্ষ টাকা
৬.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৬.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১২	০৪	০৪	১০০
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	১৪	০৭	০৭	১০০
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৭	০৭	১০০

৭. গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি কর্মসূচি

৭.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ২১টি স্কীমে এলএলপি ক্ষেত্রায়নের মাধ্যমে ৭০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে ৪,২০০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ;
- ০৫টি স্থানে ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশন নালা নির্মাণের মাধ্যমে ৪৮০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ।

গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় নির্মিত ভূগর্ভস্থ সেচনালা

৭.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর

৭.৩	কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১
৭.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৬২১.২৫ লক্ষ টাকা
৭.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২০৭.৭৫ লক্ষ টাকা
৭.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	২০৭.৭৪ লক্ষ টাকা
৭.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২০৭.৭৩ লক্ষ টাকা
৭.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৭.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাস মজা খাল পুনঃখনন	কি.মি.	০৯	০৫	০৫	১০০
এলএলপি ক্ষেত্রায়ণ	সংখ্যা	২১	২১	২১	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	মিটার	১৫৫০০	৮৫০০	৮৫০০	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২১	১৬	১৬	১০০
ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশননালা নির্মাণ	মিটার	২৫০০	১০০০	১০০০	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	০২	০১	০১	১০০
ওয়াটার পাস/পাইপ কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৬	০৬	১০০
সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন	সংখ্যা	২১	১১	১১	১০০

৮. গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি

৮.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ২০টি স্কিমে এলএলপি ক্ষেত্রায়ণের মাধ্যমে ৪২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে ২,৪০০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- ১২ কি.মি. খাল পুনঃখনন এর মাধ্যমে সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- ১০টি স্থানে ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশন নালা নির্মাণের মাধ্যমে ৩৮০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ।

গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলায় পুনঃখননকৃত চাওচা খাল

৮.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর

৮.৩	কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১
৮.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৬৯২.৭৫ লক্ষ টাকা
৮.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৩৬.২৫ লক্ষ টাকা
৮.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩৩৬.২৪ লক্ষ টাকা
৮.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৩৬.২২ লক্ষ টাকা
৮.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৮.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাস মজা খাল পুনঃখনন	কি.মি.	১২	০৮	০৮	১০০
এলএলপি ক্ষেত্রায়ণ	সংখ্যা	১৬	১৬	২০	১২৫
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	মিটার	২০০০০	১২০০০	১২০০০	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	৩০	৩০	১০০
ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশননালা নির্মাণ	মিটার	৩৫০০	১৭৫০	১৮৪০	১০৫
ওয়াটার পাস/পাইপ কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	০৮	০৯	১১৩
সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন	সংখ্যা	৩০	১৮	১৮	১০০

৯. নোয়াখালী জেলার কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি

৯.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আমন মৌসুমে সম্পূরক সেচে ভূ-উপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে প্রায় ১,৫০০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৪,৫০০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ।

৯.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ

নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলায় পুনঃখননকৃত বাঁশখালী খাল

নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় নির্মিত ওয়ার পাসিং/হাইড্রোলিক স্টাকচার

৯.৩	কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২
৯.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৯২৪.০০ লক্ষ টাকা
৯.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৬১৬.০০ লক্ষ টাকা
৯.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৬১৫.৯৭ লক্ষ টাকা
৯.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৬১৫.৯৭ লক্ষ টাকা
৯.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৯.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৩০	২০	২০	১০০
খালের পাড়ে আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	২৪০	১৬০	১৬০	১০০
ওয়াটার পাস নির্মাণ	সংখ্যা	১৮	১২	১২	১০০

১০. খুলনা জেলার ডাকাতিয়া বিল জলাবদ্ধতা নিরসন ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

১০.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ভূ-উপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ সুবিধা প্রদান;
- ৪.০০ কি.মি. ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণপূর্বক সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত ৬০০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় পুনঃখননকৃত সন্ধ্যার খাল

১০.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	খুলনা	ডুমুরিয়া ও ফুলতলা

১০.৩ কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২

১০.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৪৫৮.৫০ লক্ষ টাকা

১০.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১৭১.৬৪ লক্ষ টাকা

১০.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ১৭১.৬৪ লক্ষ টাকা

১০.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১৭১.৫৪ লক্ষ টাকা

১০.৮ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১০.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল খনন/পুনঃখনন	কি.মি.	২৫	০৯	০৯	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	সংখ্যা	০৪	০২	০২	১০০
আরসিসি আউটলেট	সংখ্যা	২০০	৭২	৭২	১০০
ওয়াটার পাস নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৩	০৩	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	০৪	০২	০২	১০০

সেচ সাব-সেক্টর: এডিপিভুক্ত প্রকল্প

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেচ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষি নীতিতে ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। কৃষিজমিতে সেচ প্রদান ও সেচ এলাকা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং কর্তৃক ১৮টি সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে খাল পুনঃখনন, ভূ-উপরিস্থ সেচনালা, ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, রাবার ড্যাম নির্মাণ, হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন ও পুনর্বাসন, আর্টেসিয়ান নলকূপ স্থাপন, সৌরশক্তিচালিত পাম্প ও ডাগওয়েল স্থাপন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৮টি সেচ প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৬১১.৪৬ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ৫৯৬.৪৭ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৭.৫৫%।

২০২০-২১ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক নিম্নোক্ত ১৮টি সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

১. ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ প্রকল্প-৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত);
২. নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
৩. বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
৪. লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
৫. সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
৬. বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
৭. স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ);
৮. পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
৯. মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
১০. ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত);
১১. ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ);
১২. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
১৩. ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
১৪. রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প;
১৫. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত);
১৬. বৃহত্তর ঢাকা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প;
১৭. কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প ও
১৮. বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প-৪র্থ পর্যায়

১১. ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ প্রকল্প-৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত)

১১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ক্ষুদ্রসেচের পানির উৎস হিসাবে ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির অবস্থা (পরিমাণ ও গুণাগুণ) পর্যবেক্ষণ ও ডাটা সংগ্রহ;
- ক্ষুদ্রসেচের পানির উৎসের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিটি প্রযুক্তির প্রয়োগ;
- ক্ষুদ্রসেচের কাজে ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের সংখ্যা, সেচকৃত এলাকা, সেচ ও উৎপাদন খরচ, উপকৃত কৃষকের সংখ্যা ইত্যাদি জরিপের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ;
- ক্ষুদ্রসেচ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন তথ্য পুস্তক, বুলেটিন, সাময়িকী, ট্রেনিং ম্যানুয়াল, রিপোর্ট ও প্রতিবেদন প্রকাশ;
- ক্ষুদ্রসেচ সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রসেচ কর্মসূচি, প্রকল্প, নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকার ও নীতি নির্ধারকগণকে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- প্রকল্পের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহের বিষয়ে দক্ষতা, জ্ঞান বৃদ্ধি এবং ডাটাকে তথ্যে রূপান্তর করে সামগ্রিক কাজের গতিশীলতা আনয়ন।

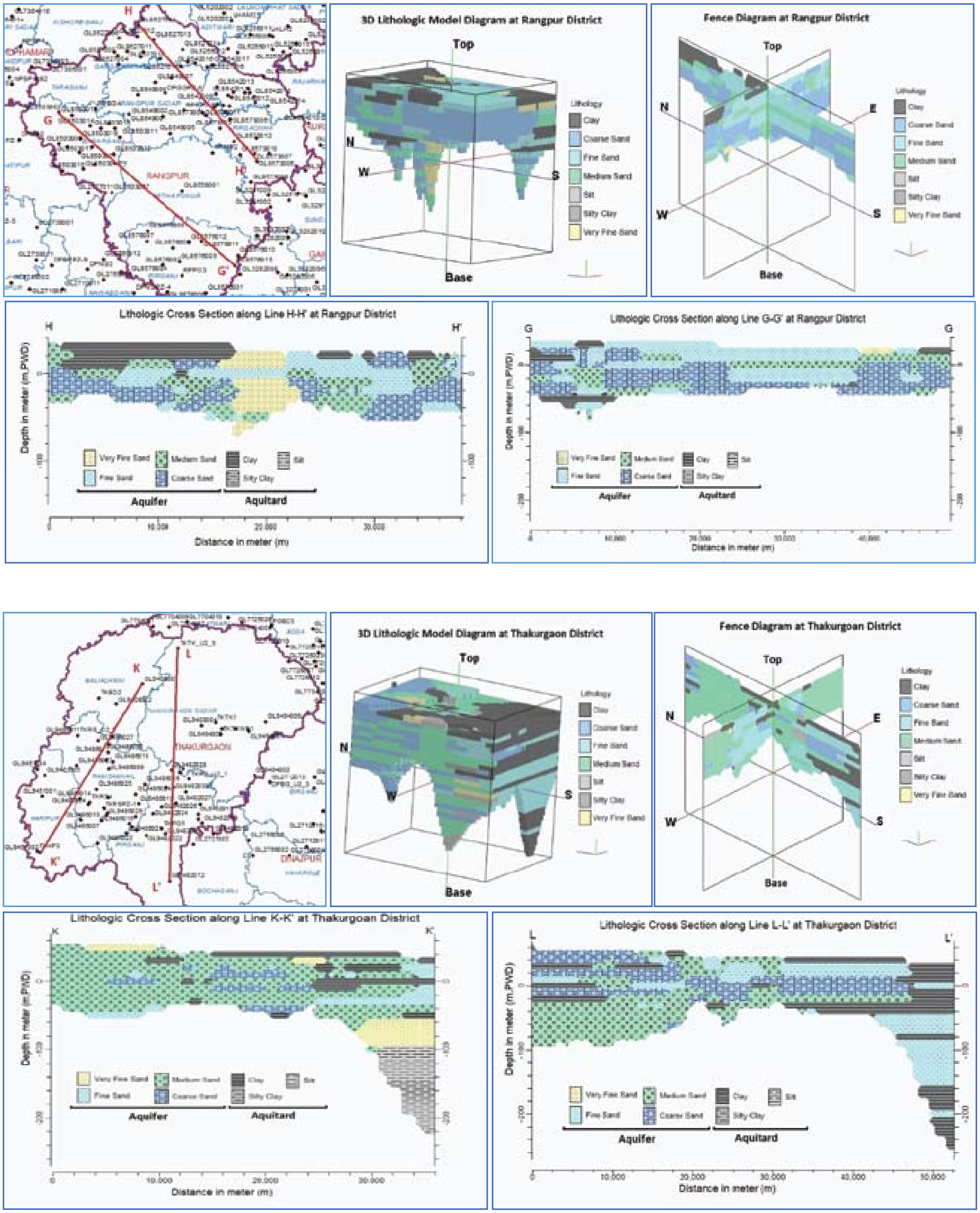

লিথোলজির ভিত্তিতে ঠাকুরগাঁও ও রংপুর জেলার এক্যুইফার সিস্টেম

১১.২ প্রকল্প এলাকা: ০৮টি বিভাগ, ৬৩টি জেলা, ৪৬৩টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ, দোহার, নবাবগঞ্জ
	গাজীপুর	গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালিপাড়া, মুকসুদপুর, টুঙ্গিপাড়া
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, বেলাবো, মনোহরদী, পলাশ, রায়পুর ও শিবপুর
	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর, ভৈরব, হোসেনপুর, ইটনা, করিমগঞ্জ, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ সদর, কুলিয়ারচর, পাকুন্দিয়া, মিঠামইন, নিকলী, তাড়াইল
	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর, রাইজর, কালকিনি, শিবচর
	মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর, ঘিওর, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ সদর, সাটুরিয়া, শিবালয়, সিঙ্গাইর
	মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ সদর, গজারিয়া, লৌহজং, সিরাজদিখান, শ্রীনগর, টঙ্গীবাড়ী
	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ সদর, রুপগঞ্জ, সোনারগাঁও
	রাজবাড়ী	বালিয়াকান্দি, গোয়ালন্দ, পাংশা, রাজবাড়ী সদর, কালুখালি
	শরীয়তপুর	ভেদরগঞ্জ, ডামুড্যা, গোসাইরহাট, নাড়িয়া, শরীয়তপুর সদর, জাজিরা
	ফরিদপুর	আলফাডাঙ্গা, ভাঙ্গা, বোয়ালমারি, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর সদর, মধুখালি, নগরকান্দা, সদরপুর, সালথা
	টাঙ্গাইল	গোপালপুর, বাসাইল, ভুয়াপুর, দেলদুয়ার, ঘাটাইল, কালিহাতি, মধুপুর, মির্জাপুর, নাগরপুর, সখিপুর, ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল সদর
ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	আটপাড়া, বারহাট্টা, দুর্গাপুর, খালিয়াজুরী, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া, মদন, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা সদর, পূর্বধলা
	জামালপুর	বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর সদর, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ী
	ময়মনসিংহ	ভালুকা, ধোবাউড়া, ফুলবাড়ীয়া, গফরগাঁও, গৌরিপুর, হালুয়াঘাট, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ সদর, ত্রিশাল, মুক্তাগাছা, নান্দাইল, ফুলপুর
বরিশাল	বরগুনা	বরগুনা সদর, আমতলি, বামনা, বেতাগী, পাথরঘাটা, তালতলী
	বরিশাল	আগৈলঝাড়া, বাবুগঞ্জ, হিজলা, বরিশাল সদর, মুলাদী, উজিরপুর, বানারিপাড়া, মেহেন্দীগঞ্জ, গৌরনদী, বাকেরগঞ্জ
	ভোলা	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন, দৌলতখান, লালমোহন, মনপুরা, তজুমদ্দিন
	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর, কাঠালিয়া, নলছিটি, রাজাপুর
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, দুমকি, দশমিনা, কলাপাড়া, বাউফল, গলাচিপা, মির্জাগঞ্জ, রাঙ্গাবালি
	পিরোজপুর	ভান্ডারিয়া, কাউখালি, মঠবাড়ীয়া, নাজিরপুর, পিরোজপুর সদর, নেছারাবাদ/সৌরভকাঠি
রংপুর	দিনাজপুর	বিরামপুর, বীরগঞ্জ, বিরল, বোচাগঞ্জ, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ি, ঘোড়াহাট, হাকিমপুর, কাহারুল, দিনাজপুর সদর, পার্বতীপুর, খানসামা, নবাবগঞ্জ
	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি, গাইবান্ধা সদর, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সাদুল্লাপুর, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা
	কুড়িগ্রাম	ভূরুঙ্গামারী, চর রাজিবপুর, চিলমারী, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী, রৌমারী, উলিপুর

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
	লালমনিরহাট	আদিতমারী, হাতিবান্ধা, কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট সদর, পাটগ্রাম
	নীলফামারী	ডিমলা, ডোমার, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর
	পঞ্চগড়	আটওয়ারী, বোদা, দেবীধস, পঞ্চগড় সদর, তেঁতুলিয়া
	রংপুর	বদরগঞ্জ, গংগাচড়া, মিঠাপুকুর, কাউনিয়া, পীরগাছা, রংপুর সদর, পীরগঞ্জ, তারাগঞ্জ
	ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর, পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও সদর
রাজশাহী	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর, জয়পুরহাট সদর, কালাই, ক্ষেতলাল, পাঁচবিবি
	বগুড়া	আদমদিঘি, বগুড়া সদর, দুপচাচিঁয়া, শেরপুর, ধুনট, গাবতলী, কাহালু, নন্দিগ্রাম, সারিয়াকান্দি, শাহজাহানপুর, সোনাতলা, শিবগঞ্জ
	নওগাঁ	আত্রাই, বাদলগাছী, মান্দা, ধামইরহাট, মহাদেবপুর, নওগাঁ সদর, নিয়ামতপুর, পত্নীতলা, পোরশা, রাণীনগর, সাপাহার
	নাটোর	বাগাতিপাড়া, বড়াইগ্রাম, গুরুদাশপুর, লালপুর, নাটোর সদর, সিংড়া
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ
	পাবনা	বেড়া, আটঘরিয়া, ভাঙ্গুরা, চাটমোহর, ফরিদপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা সদর, সাঁথিয়া, সুজানগর
	রাজশাহী	বাঘা, বাগমারা, চারঘাট, দুর্গাপুর, পবা, পুঠিয়া, তানোর, গোদাগাড়ী, মোহনপুর, বোয়ালিয়া
	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি, চৌহালি, কামারখন্দ, কাজীপুর, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ সদর, তাড়াশ, উল্লাপাড়া
সিলেট	হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ, বাহুবল, বানিয়াচং, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ সদর, লাখাই, মাধবপুর, নবীগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	বড়লেখা, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর, শ্রীমঙ্গল, জুড়ী
	সুনামগঞ্জ	বিশ্বম্ভরপুর, ছাতক, দিরাই, ধর্মপাশা, দোয়ারাবাজার, জগন্নাথপুর, জামালগঞ্জ, শাল্লা, সুনামগঞ্জ সদর, তাহিরপুর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ
	সিলেট	বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথ, কোম্পানীগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, সিলেট সদর, জকিগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, বালাগঞ্জ
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, লামা, আলীকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আখাউড়া, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, কসবা, নবীনগর, সরাইল, আশুগঞ্জ, বিজয়নগর
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ, হাইমচর, হাজীগঞ্জ, কচুয়া, মতলব দক্ষিণ, মতলব উত্তর, শাহরাস্তি
	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা, বাঁশখালী, বোয়ালখালী, চন্দনাইশ, ফটিকছড়ি, লোহাগাড়া, পটিয়া, হাটহাজারী, রাউজান, মীরসরাই, রাঙ্গুনিয়া, সন্দ্বীপ, সাতকানিয়া, সীতাকুন্ড, বন্দর, চাদগাঁও, ডবলমুরিং, পাঁচলাইশ
	কুমিল্লা	বরুড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, বুড়িচং, চান্দিনা, দাউদকান্দি, চৌদ্দগ্রাম, দেবিদ্বার, হোমনা, লাকসাম, মুরাদনগর, নাঙ্গলকোট, আদর্শ সদর, মেঘনা, তিতাস, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা সদর, সদর দক্ষিণ
	কক্সবাজার	চকরিয়া, কক্সবাজার সদর, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, রামু, টেকনাফ, উখিয়া, পেকুয়া
	ফেনী	ছাগলনাইয়া, দাগনভুইয়া, ফেনী সদর, পরশুরাম, সোনাগাজী, ফুলগাজী
	খাগড়াছড়ি	দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি সদর, লক্ষ্মীছড়ি, মহালছড়ি, মাটিরাঙ্গা, পাঞ্চছড়ি, রামগড়
	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর, রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি, কমলনগর

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর, বেগমগঞ্জ, চাটখিল, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, সেনবাগ, সোনাইমুড়ি, কবিরহাট
	রাঙ্গামাটি	বাঘাইছড়ি, বরকল, কাউখালি, কাপ্তাই, জুরাইছড়ি, লংগদু, নানিয়ারচর, রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি সদর
খুলনা	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, চিতলমারী, কচুয়া, ফকিরহাট, মোল্লাহাট, মংলা, মোড়েলগঞ্জ, রামপাল, শরণখোলা
	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা সদর, দামুরহুদা, জীবননগর
	যশোর	অভয়নগর, বাঘারপারা, চৌগাছা, যশোর সদর, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, কেশবপুর, শার্শা
	ঝিনাইদহ	হরিনাকুণ্ডু, ঝিনাইদহ সদর, কালিগঞ্জ, কোর্টচাদপুর, মেহেরপুর, শৈলকুপা
	খুলনা	বটিয়াঘাটা, দাকোপ, ডুমুরিয়া, কয়রা, পাইকগাছা, দিঘলিয়া, তেরখাদা, খালিশপুর
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর, ভেড়ামারা, কুমারখালী, দৌলতপুর, খোকশা
	মাগুরা	মাগুরা সদর, মোহাম্মদপুর, শালিখা, শ্রীপুর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর
	নড়াইল	কালিয়া, লোহাগড়া, নড়াইল সদর
	সাতক্ষীরা	আশাশুনি, দেবহাটা, কলারোয়া, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা সদর, শ্যামনগর, তালা

১১.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১
১১.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	৫৪৭৪.৪৯ লক্ষ টাকা
১১.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৪২৫.০০ লক্ষ টাকা
১১.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	১৩৯৯.০০ লক্ষ টাকা
১১.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১৩৯৮.৫৭ লক্ষ টাকা
১১.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১১.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
পরীক্ষাগারের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	সেট	৪২	০৫	০৫	১০০
সেচের পানি পরীক্ষার জন্য ফিল্ডকীট/পরীক্ষা কীট এর রিয়েজেন্ট ক্রয়	সেট	৮৫	৬০	৬০	১০০
ক. সফট্ওয়্যার এবং ডাটা বেইজড উন্নয়নসহ ক্ষুদ্রসেচে ব্যবহৃত সেচযন্ত্রের সংখ্যা, সেচ এলাকা ও সেচ খরচের ওপর সমীক্ষা: ▪ প্রায় ১৬ লক্ষ সেচযন্ত্রের তথ্য সংগ্রহ; ▪ সেচকাজে ব্যবহৃত গনকূ'র RTK GPS survey; ▪ ৭৫০০০ অগনকূ'র hand held GPS survey; ▪ সেচযন্ত্রের ডাটা বেইজড প্রণয়ন ও সফট্ওয়্যার উন্নয়ন;	জন	৩০০ জন (১ মাস)	মোট সমীক্ষা কার্যক্রমের ১৫%	মোট সমীক্ষা কার্যক্রমের ১৫%	১০০

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খ. ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য অ্যাকুইফার ম্যাপিং সংক্রান্ত সমীক্ষা: • Exploratory Drilling; • Pumping test; • Ground water sample test-এর মাধ্যমে Aquifer vulnerability নির্ণয়; • Ground water and surface water modeling প্রস্তুতকরণ;	জন	২৩৯ জন (১ মাস)	মোট সমীক্ষা কার্যক্রমের ৩৫%	মোট সমীক্ষা কার্যক্রমের ৩৫%	১০০
পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	সেট	৩৩	০৮	০৮	১০০
সেচের পানি পরীক্ষার জন্য ফিল্ডকীট/পরীক্ষা কীট ক্রয়	সেট	২০০	৬১	৬১	১০০
ডাটা লগার ক্রয়: ক. ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষণের জন্য সেন্সর, মডেম, সীম, সফট্ওয়্যার, সার্ভার ইত্যাদিসহ ডাটা লগার (৪০০ টি); খ. ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ও লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণের জন্য সেন্সর, মডেম, সীম, সফট্ওয়্যার, সার্ভার ইত্যাদিসহ ডাটা লগার (৩০০ টি)	সংখ্যা	৭০০	১৮৫	১৮৫	১০০

১১.১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
Training on Skill Development Training on Water Resources Management and Climate Changes	সহকারী প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলীগণ	৪৫	৪৫	১০০

১১.১১. ২০২০-২১ অর্থবছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি

সেমিনার/কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
Digitalization of Groundwater Monitoring for Sustainable Development of Minor Irrigation	বিএডিসি ও অন্যান্য সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	৬০	৬০	১০০
Web-based Irrigation Information System for Sustainable Development of Minor Irrigation	বিএডিসি এবং অন্যান্য দপ্তর, অধিদপ্তর, সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ	৬০	৬০	১০০

১২. নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রতি বছর ১৯,০৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৯৫,২৭৭ মে. টন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- মেঘনা মোহনার অতিরিক্ত মিষ্টি পানি ব্যবহার করে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও উৎপাদন এর মাধ্যমে অধঃপতিত জমির পুনর্জীবন প্রদান;
- পরিবেশবান্ধব সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সেচের উন্নয়ন;
- জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে ২,০০০ হেক্টর জমি কৃষি উৎপাদনের আওতায় আনয়ন;
- ক্ষুদ্রসেচ সেক্টরের সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষক দলভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ ।

১২.২ প্রকল্প এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০৩টি জেলা, ২০টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর, বেগমগঞ্জ, চাটখিল, কোম্পানিগঞ্জ, হাতিয়া, সেনবাগ, সোনাইমুড়ি, কবিরহাট
	ফেনী	ছাগলনাইয়া, দাগনভুইয়া, ফেনী সদর, পরশুরাম, সোনাগাজী, ফুলগাজী
	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর, রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি, কমলনগর

১২.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	ডিসেম্বর ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১
১২.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	১৪৩৭০.৬৬ লক্ষ টাকা
১২.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২৬২৫.০০ লক্ষ টাকা
১২.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	২৬২৫.০০ লক্ষ টাকা
১২.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২৬২৪.৭৭ লক্ষ টাকা
১২.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১২.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন ও সংস্কার	কি.মি.	৪০০	৬৭	৬৭	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ এর জন্য ইউপিভিসি পাইপ সংগ্রহ	সেট	১৬৫	২০	২০	১০০
স্প্রিংকলার ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন	সংখ্যা	১০	০২	০২	১০০
প্রদর্শনের জন্য ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন	সংখ্যা	১০	০২	০২	১০০
সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল সেচ পাম্প স্থাপন	সেট	১০	০৪	০৪	১০০
১/২/৫/১০ কিউসেক পাম্পের ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ	কি.মি.	১৮৭	৭৭	৭৭	১০০
এলএলপির জন্য পাম্প হাউস নির্মাণ	সংখ্যা	১৮০	২৬	২৬	১০০

ফেনী জেলার ফুলগাজীতে নির্মিত হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার

নোয়াখালী জেলায় স্প্রিংকলার সেচ কার্যক্রম

১২.১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
সেচযন্ত্রপাতি পরিচালনা, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সেচের পানির সাশ্রয়ী ব্যবহার তথা সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	কৃষক/স্কিম ম্যানেজার	২৫০	২৫০	১০০

১৩. বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

১৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ১৮,৬৯৬.৮৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৪৬,৭৪২ মে. টন অতিরিক্তসহ মোট ১,০২,৮৩২.৭০ মে. টন খাদ্য শস্য উৎপাদন;
- প্রকল্প এলাকায় খাল/নালা খনন/পুনঃখননের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচব্যবস্থার উন্নয়ন ও পানি নিষ্কাশন তরান্বিতকরণ;
- সেচ কাজে On Farm Water Management Technology এবং Alternate Wetting and Drying (AWD) প্রযুক্তির বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং ফলন পার্থক্য (Yield Gap) কমানো;
- প্রকল্প এলাকায় ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা;
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন ।

১৩.২ প্রকল্প এলাকা: ০২টি বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৪৭টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	দিনাজপুর	বিরামপুর, বীরগঞ্জ, বিরল, বোচাগঞ্জ, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ি, ঘোড়াঘাট, হাকিমপুর, কাহারুল, দিনাজপুর সদর, পার্বতীপুর, খানসামা, নবাবগঞ্জ
	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি, গাইবান্ধা সদর, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সাদুল্লাপুর, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা
	পঞ্চগড়	আটোয়ারী, বোদা, তেঁতুলিয়া, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় সদর
	ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর, পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও সদর
রাজশাহী	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর, জয়পুরহাট সদর, কালাই, ক্ষেতলাল, পাঁচবিবি
	বগুড়া	আদমদিঘি, বগুড়া সদর, দুপচাচিঁয়া, শেরপুর, ধুনট, গাবতলী, কাহালু, নন্দিগ্রাম, সারিয়াকান্দি, শাহজাহানপুর, সোনাতলা, শিবগঞ্জ

প্রকল্পের আওতায় খননকৃত খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ

বগুড়া জেলায় গাবতলী উপজেলায় খননকৃত সোনায় খালে নির্মিত বড় আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার

১৩.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২২
১৩.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	১০৩২৩.০০ লক্ষ টাকা
১৩.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা
১৩.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	১৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা
১৩.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১৫৫৩.৭৬ লক্ষ টাকা
১৩.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১৩.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল/নালা পুনঃখনন	কি. মি.	২৬২	৫২	৫২	১০০%
বড় হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	০৫	০৩	০৩	১০০%
মাঝারী হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১৩০	৪০	৪০	১০০%
সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন	সংখ্যা	৯৩	০৪	০৪	১০০%

১৩.১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
খাবার পানি ব্যবস্থাপনা, সেচযন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও সেচদক্ষতা বৃদ্ধি	কৃষক/স্কিম ম্যানেজার	৩০	৩০	১০০

১৪. লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

১৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন, অন্যান্য সেচ অবকাঠামো ও আন্তঃসংযুক্ত সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নের সেচযোগ্য ১,৯৬০ হেক্টর জমি ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচের আওতায় আনা;
- উন্নত সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেচ খরচ হ্রাস/সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও দারিদ্র্যবিমোচন।

১৪.২ প্রকল্প এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	লালমনিরহাট	হাতীবান্ধা

১৪.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২১
১৪.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	২৯৩৩.১৬ লক্ষ টাকা
১৪.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৬০৪.০০ লক্ষ টাকা
১৪.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৬০৪.০০ লক্ষ টাকা
১৪.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৬০৪.০০ লক্ষ টাকা
১৪.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১৪.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	১০	০২	০২	১০০
১ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি সেট ক্রয়	সেট	২৫	০৮	০৮	১০০
০.৫ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি সেট ক্রয়	সেট	২০	০২	০২	১০০
ফিতা পাইপ ক্রয় (প্রতি স্কিমের জন্য ২০০ মি.)	মিটার	১১০০০	১০০০	১০০০	১০০
২৫০ মি.মি. ডায়া বিশিষ্ট ভূগর্ভস্থ সেচনালার নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মি.)	সংখ্যা	৪০	১০	১০	১০০
ওয়াটার পাসিং অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	০৮	০৮	১০০
সাবমার্সড ওয়ার নির্মাণ	সংখ্যা	০৫	০৫	০৫	১০০
বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৩	০৩	১০০
এলএলপির জন্য পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	৫৫	০৫	০৫	১০০

লালমনিরহাট জেলার সানিয়াজানে নির্মিত ফুটব্রিজ

লালমনিরহাট জেলার সানিয়াজানে নির্মিত সোলার স্কিম

১৪.১০ ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
সেচ ব্যবস্থাপনা, সেচযন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্যশস্য ও বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সবজি উৎপাদন এবং মৎস্য চাষ	স্কিম ম্যানেজার/ কৃষক	১৫০	১৫০	১০০

১৫. সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সৌরশক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২,২০০ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ১১,০০০ মে. টন খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উৎপাদনের মাধ্যমে প্রায় ৬,৬০০ কৃষক পরিবারকে উপকার করা;
- সেচকাজে সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুতের সাশ্রয় এবং বিদ্যুৎ সুবিধা নেই এমন এলাকায় সৌরশক্তি নির্ভর সেচসুবিধা সম্প্রসারণ;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচন।

সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাজাদপুর উপজেলায় ১ কিউসেক সৌর সেচ স্কিম

১৫.২ প্রকল্প এলাকা: ০৮টি বিভাগ, ৩৪টি জেলা, ১৪১টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	গাজীপুর	গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, রায়পুরা
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালিপাড়া, মুকসুদপুর, টুঙ্গিপাড়া
	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর, ইটনা, কুলিয়ারচর, মিঠামইন
ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	খালিয়াজুরী, কেন্দুয়া, পূর্বধলা
	শেরপুর	নালিতাবাড়ি, ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী
	জামালপুর	বকশীগঞ্জ, মেলান্দহ
	ময়মনসিংহ	ভালুকা, ধোবাউড়া, গফরগাঁও, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ সদর, ফুলপুর, তারাকান্দা
বরিশাল	বরিশাল	আগৈলঝাড়া, বরিশাল সদর, মুলাদী, গৌরনদী
রংপুর	দিনাজপুর	বিরামপুর, বিরল, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ি, ঘোড়াঘাট, কাহারোল, দিনাজপুর সদর, নবাবগঞ্জ
	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সাঘাটা
	কুড়িগ্রাম	ভূরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী
	লালমনিরহাট	আদিতমারী, কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট সদর, পাটগ্রাম
	পঞ্চগড়	আটোয়ারী, বোদা, দেবীগঞ্জ, তেঁতুলিয়া
	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও সদর
রাজশাহী	নাটোর	নাটোর সদর, সিংড়া
	পাবনা	ভাঙ্গুরা, চাটমোহর
	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি, কামারখন্দ, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া
সিলেট	হবিগঞ্জ	বাহুবল, বানিয়াচং, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ সদর, লাখাই, নবীগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর, শ্রীমঙ্গল
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর, জামালগঞ্জ, দিরাই, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, ছাতক, দোয়ারাবাজার, তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, ধর্মপাশা, জগন্নাথপুর, শাল্লা,
	সিলেট	বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথ, কোম্পানিগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, সিলেট সদর, জকিগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, বালাগঞ্জ, ওসমানী নগর
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	নাইক্ষ্যংছড়ি
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আখাউড়া, নাছিরনগর, কসবা, নবীনগর, সরাইল, বিজয়নগর
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, মতলব উত্তর, শাহরাস্তি
	কুমিল্লা	দেবিদ্বার, ব্রাহ্মণপাড়া, বুড়িচং, দাউদকান্দি, মুরাদনগর, নাঙ্গলকোট, আদর্শ সদর
	খাগড়াছড়ি	দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি সদর
	রাঙ্গামাটি	বাঘাইছড়ি, জুরাছড়ি, বরকল, কাউখালি, কাপ্তাই, বিলাইছড়ি, লংগদু, নানিয়ারচর, রাজস্থলি, রাঙ্গামাটি সদর
খুলনা	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, মোল্লাহাট
	যশোর	বাঘারপাড়া, চৌগাছা, যশোর সদর, ঝিকরগাছা
	ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ, কোর্টচাঁদপুর, শৈলকুপা
	খুলনা	ডুমুরিয়া
	কুষ্টিয়া	দৌলতপুর
	সাতক্ষীরা	কলারোয়া, সাতক্ষীরা সদর

১৫.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩
১৫.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৮২৬৩.০৬ লক্ষ টাকা
১৫.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২২০০.০০ লক্ষ টাকা
১৫.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২২০০.০০ লক্ষ টাকা
১৫.৭ ২০২০-২১অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২১৮৯.৬৩ লক্ষ টাকা
১৫.৮ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৫.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সোলার প্যানেল ও ১-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি ক্রয়	সেট	১০০	৩৬	৩৬	১০০
সোলার প্যানেল ও ০.৫-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি ক্রয়	সেট	১০০	৪৯	৪৯	১০০
১-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	২৮	২৮	১০০
০.৫-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	২৮	২৮	১০০
১-কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	২৭	২৭	১০০
০.৫-কিউসেক এলএলপির সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	২৬	২৬	১০০
সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	১০	১০	১০০
ডাগওয়েল স্কিমে ড্রিপ ইরিগেশন	সংখ্যা	৫০	১০	১০	১০০

১৫.১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
সোলার পাম্প পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পানি ব্যবস্থাপনা	মেকানিক/উপসহকারী প্রকৌশলী	৬০	৬০	১০০
সেচ দক্ষতার বৃদ্ধিতে সেচযন্ত্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ	কৃষক/ ম্যানেজার	৯০	৯০	১০০

১৫.১১. ২০২০-২১ অর্থবছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি

সেমিনার/ কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
Scope of Solar Irrigation Pump in Bangladesh and our Achievement	প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, কর্মকর্তা শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি	০১টি	০১টি	১০০%

১৬. বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

১৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৪,২৩৪ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতিবছর অতিরিক্ত ৫৬,৯৩৬ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা তরান্বিতকরণ;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- প্রকল্প এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন ।

যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় ঝাপা সেচ স্কিম

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় পুনঃখননকৃত বাঁশবাড়িয়া খাল

১৬.২ প্রকল্প এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০৭টি জেলা, ৪৬টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, চিতলমারী, কচুয়া, ফকিরহাট, মোল্লাহাট, মংলা, মোড়েলগঞ্জ, রামপাল, শরণখোলা
	যশোর	অভয়নগর, বাঘারপাড়া, চৌগাছা, যশোর সদর, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, কেশবপুর, শার্শা
	ঝিনাইদহ	হরিণাকুণ্ডু, ঝিনাইদহ সদর, কালিগঞ্জ, কোর্টচাঁদপুর, মহেশপুর, শৈলকুপা
	খুলনা	খুলনা সদর, রুপসা, বটিয়াঘাটা, ফুলতলা, দাকোপ, ডুমুরিয়া, কয়রা, পাইকগাছা, তেরখাদা
	মাগুরা	মাগুরা সদর, মোহাম্মদপুর, শালিখা, শ্রীপুর
	নড়াইল	কালিয়া, লোহাগাড়া, নড়াইল সদর
	সাতক্ষীরা	আশাশুনি, দেবহাটা, কলারোয়া, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা সদর, শ্যামনগর, তালা

১৬.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২২
১৬.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	১৪৫২৮.৩৯ লক্ষ টাকা
১৬.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩১৫০.০০ লক্ষ টাকা
১৬.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩১৫০.০০ লক্ষ টাকা
১৬.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩১৪৬.০০ লক্ষ টাকা
১৬.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১৬.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপি সেট ক্রয়	সেট	১০০	২০	২০	১০০
১-কিউসেক এলএলপি'র জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয়	সেট	১০০	২০	২০	১০০
২ ও ৫-কিউসেক এলএলপি'র জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা সম্প্রসারণের মালামাল ক্রয়	সেট	১৭০	১৩০	১৩০	১০০
খাল পুনঃখনন (লেভেলিং ড্রেসিংসহ)	কি. মি.	৩০০	৯৬	৯৬	১০০
২-কিউসেক এলএলপি'র জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১৪০	১৪	১৪	১০০
১-কিউসেক এলএলপি'র জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	১৪	১৪	১০০
বড় আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	২০	০৮	০৮	১০০
মাঝারি আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	২৪	২৪	১০০
ছোট আকারেরর হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	২০০	৬১	৬১	১০০
২-কিউসেক এলএলপিতে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	১৮	১৮	১০০
১-কিউসেক এলএলপিতে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	২২	২২	১০০

১৬.১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেচের পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	স্কিম ম্যানেজার ও কৃষক	৩০	৩০	১০০
	উপসহকারী প্রকৌশলী ও কারিগরি স্টাফ	২৪	২৪	১০০

১৬.১১. ২০২০-২১ অর্থবছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি

সেমিনার/ কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
সেচ দক্ষতার গুরুত্ব	কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্কিম ম্যানেজার ও কৃষক	৫০	৫০	১০০

১৭. স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)

১৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্যের বহুমুখীকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
- উচ্চমূল্যের (High Value) ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার;
- উচ্চমূল্যের ফসল সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং কৃষক দল গঠন;
- গবেষণা ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন;
- উচ্চমূল্য (High Value) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ;
- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ;
- জলবায়ু সহনশীল ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা;
- ভূ-উপরিস্থ পানির টেকসই ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার;
- ট্রেনিং অব ট্রেনার্স কার্যক্রম ও ফলো-আপ;
- সুবিধাজনক মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়নে সহায়তা;
- ভ্যালু চেইন ও অন্যান্য বাজার গবেষণায় সহায়তা প্রদান।

প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে নির্মিত ফসল রক্ষা বাঁধ

ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলয় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার

১৭.২ প্রকল্প এলাকা: ০৩টি বিভাগ, ১১টি জেলা, ৩০টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
বরিশাল	পিরোজপুর	কাউখালী
	ঝালকাঠি	কাঠালিয়া, নলছিটি
	ভোলা	লালমোহন. চরফ্যাশন, মনপুরা
	পটুয়াখালী	মির্জাগঞ্জ, রাঙ্গাবালি, কলাপাড়া
	বরগুনা	আমতলী, বেতাগী, বামনা, তালতলী, পাথরঘাটা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ, বোয়ালখালী, ফটিকছড়ি, চন্দ্রনাইশ, বাঁশখালী, মিরসরাই
	নোয়াখালী	সুবর্ণচর, চাটখিল, কবিরহাট, হাতিয়া
	ফেনী	ছাগলনাইয়া
	লক্ষ্মীপুর	কমলনগর
খুলনা	বাগেরহাট	ফকিরহাট, কচুয়া
	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর, কালীগঞ্জ

১৭.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪
১৭.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	৩৩০১৫.৯৫ লক্ষ টাকা
১৭.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৭৯২৬.০০ লক্ষ টাকা
১৭.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৬৬৮৪.০০ লক্ষ টাকা
১৭.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৬৫৯৪.০০ লক্ষ টাকা
১৭.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১৭.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল/নালা পুনঃখনন (ছোট খাল)	কি.মি.	২৯৪	৫২	৫২	১০০
খাল/নালা পুনঃখনন (মাঝারি খাল)	কি.মি.	১৯০	৩৮	৩৮	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (নতুন স্কিমের জন্য)	কি.মি.	২৫০	৬০	৬০	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (পুরাতন স্কিমের জন্য)	কি.মি.	২৮	০৯	০৯	১০০
রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ	সংখ্যা	২০২৪	৫০২	৫০২	১০০

১৭.১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি

সেমিনার/ কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
Climate Resilient Surface Water Management For Efficient Water Use in Southern Delta of Bangladesh	কর্মকর্তা	৫০	৫০	১০০

১৮. পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৮.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রকল্প এলাকায় খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সেচযন্ত্র পরিচালনার মাধ্যমে ৫৩,৪০০ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রতি বছর অতিরিক্ত ১,৩৩,৫০০ মে. টন ফসল উৎপাদন;
- সেচের পানির অপচয় রোধে আধুনিক ও স্থানীয় সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেচ কাজে ন্যূনতম পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষাকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ।

পাবনা সদরে প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত সাপডাঙ্গা খাল

পানাসি প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণ

১৮.২ প্রকল্প এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০৩টি জেলা, ২৫টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রাজশাহী	পাবনা	পাবনা সদর, আটঘরিয়া, চাটমোহর, ভাঙ্গুরা, ফরিদপুর, সাঁথিয়া, বেড়া, সুজানগর, ঈশ্বরদী
	নাটোর	নাটোর সদর, বাগাতিপাড়া, বড়াইগ্রাম, লালপুর, সিংড়া, গুরুদাসপুর, নলডাঙ্গা
	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ, কাজিপুর, রায়গঞ্জ, তাড়াশ, উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, বেলকুচি, চৌহালি

১৮.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
১৮.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	৫৬০৫৩.২০ লক্ষ টাকা
১৮.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৮০০০.০০ লক্ষ টাকা
১৮.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৮০০০.০০ লক্ষ টাকা
১৮.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৭৯৯৩.২৯ লক্ষ টাকা
১৮.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১৮.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল/নালা পুনঃখনন	কি.মি.	৪৮০	১৬৫	১৬৫	১০০
৫ কিউসেক এলএলপি স্কিমে বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কি.মি.	১৩৫	১২	১২	১০০
২ কিউসেক এলএলপি স্কিমে বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কি.মি.	১৬৫	৫০	৫০	১০০
১ কিউসেক এলএলপি স্কিমে বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কি.মি.	৩০০	৮০	৮০	১০০
২ কিউসেক পুরাতন গনকূ'র বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কি.মি.	১০০	৭৫	৭৫	১০০
২ কিউসেক পুরাতন গনকু'র বারিড পাইপ লাইন বর্ধিতকরণ	সংখ্যা	৬০০	২৪০	২৪০	১০০
সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	৩০০	১৫	১৫	১০০
সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৫	৯৪	৯৪	১০০

১৮.১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
সেচযন্ত্র মেরামত/খামার পানি ব্যবস্থাপনা/সেচ দক্ষতা/সেচনালা ও বারিড পাইপ/ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা/সেচচার্জ নীতিমালা।	কৃষক/ স্কিম ম্যানেজার	২৪০	২৪০	১০০

১৯. মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ২২০ কি.মি. খাল পুনঃখনন, ১৩০টি বিদ্যুৎ/সৌরশক্তিচালিত এলএলপি স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২৭,৫৮০ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ৬৫,৬২০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা তরান্বিতকরণ;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা (Cropping Intensity) ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
- মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষাকরণ ও টেকসইকরণ;
- সেচ কাজে নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার;
- প্রকল্প এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

১৯.২ প্রকল্প এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০৩টি জেলা, ১৩টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী, খোকসা, ভেড়ামারা, মিরপুর, দৌলতপুর
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা, জীবননগর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর

কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলায় গভীর নলকূপের পাম্প হাউজ

মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত খাল

১৯.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫
১৯.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	২৩১৩৩.০৫ লক্ষ টাকা
১৯.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২৫০০.০০ লক্ষ টাকা
১৯.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	২৫০০.০০ লক্ষ টাকা
১৯.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২৪৭৭.৮০ লক্ষ টাকা
১৯.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১৯.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	১৩০	২০	২০	১০০
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	২২০	০৭	০৭	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	৯০	১৯	১৯	১০০
৫-কিউসেক এলএলপি'র ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ	সংখ্যা	২৫	০৪	০৪	১০০
২-কিউসেক এলএলপি'র ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	০৫	০৫	১০০
২-কিউসেক অচল/অকেজো ফোর্সমোড পাম্পসেট উত্তোলন ও পুনঃস্থাপনকৃত সেচযন্ত্রের ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১৫০০ মিটার)	সংখ্যা	৪৮	১৫	১৫	১০০
২-কিউসেক ফোর্সমোড সেচযন্ত্র/এলএলপি'র ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা বর্ধিতকরণ	সংখ্যা	২০০	৪২	৪২	১০০
১-কিউসেক এলএলপি'র ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	সংখ্যা	৩০	০৫	০৫	১০০
০.৫-কিউসেক সোলার পাম্প এর জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা	কি.মি.	২৫	০৫	০৫	১০০
বড় আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (ক্রস ড্যাম, সাবমার্জড ওয়্যার)	সংখ্যা	১৫	০১	০১	১০০
মাঝারি আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ (আউটলেট, ফুট ব্রিজ, পাইপ কনডুইট)	সংখ্যা	১২০	০৬	০৬	১০০
ছোট আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৩০০	১০	১০	১০০

২০. ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)

২০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রবাহমান নদী/প্রাকৃতিক জলাধার থেকে ডাবল লিফটিং সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৬৫,২৭৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত ২,২৫,৫০০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- শুষ্ক মৌসুমে সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে উপযুক্ত পানি কৃষকের নিকট পৌছানো নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জমিতে পানি সরবরাহ ও পানি সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং 'অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি' ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- প্রকল্প এলাকার জনগণের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- আধুনিক কারিগরি জ্ঞান উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, পানি ব্যবহারকারী সমিতি/সংগঠন এবং কৃষকের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন করা ।

২০.২ প্রকল্প এলাকা: ০৫টি বিভাগ, ২৬টি জেলা, ৮৮টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	মানিকগঞ্জ	সিংগাইর, মানিকগঞ্জ সদর
	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার, বন্দর
	মুন্সীগঞ্জ	গজারিয়া, সিরাজদিখান
	নরসিংদী	পলাশ, রায়পুরা, নরসিংদী সদর, শিবপুর
	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর, নিকলি, ইটনা, কুলিয়ারচর, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ সদর, হোসেনপুর
	গাজীপুর	কালীগঞ্জ, কাপাসিয়া
	মাদারীপুর	রাজৈর, কালকিনি, মাদারীপুর সদর
	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর, ডামুড্যা
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া, মুকসুদপুর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও, ত্রিশাল
	জামালপুর	জামালপুর সদর
	নেত্রকোণা	খালিয়াজুরী, আটপাড়া, নেত্রকোণা সদর, মদন, মোহনগঞ্জ, বারহাট্টা, কলমাকান্দা
	শেরপুর	নালিতাবাড়ি, নকলা, ঝিনাইগাতী
বরিশাল	বরিশাল	উজিরপুর, গৌরনদী
	ভোলা	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন, লালমোহন, দৌলতখান
	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর, নলছিটি
সিলেট	হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ, বানিয়াচং, লাখাই, হবিগঞ্জ সদর, বাহুবল, চুনারুঘাট, নবীগঞ্জ
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর, জামালগঞ্জ, দিরাই, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, বিশ্বম্ভরপুর, দোয়ারাবাজার, ছাতক, তাহিরপুর, ধর্মপাশা
	সিলেট	গোলাপগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	মুরাদনগর, মনোহরগঞ্জ, দেবিদ্বার, আদর্শ সদর
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, মতলব, শাহরাস্তি
	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর, রায়পুর, কমলনগর
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, নাছিরনগর, নবীনগর
	চট্টগ্রাম	রাউজান, ফটিকছড়ি, চন্দনাইশ
	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর, রামু, চকরিয়া

শেরপুর জেলায় চেল্লাখালী নদীর উপর নির্মিত ৫-কিউসেক সোলার প্যানেল

২০.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১
২০.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	১৬৮৭৭.৫৯ লক্ষ টাকা
২০.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৭৮৫.০০ লক্ষ টাকা
২০.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	১৭৮৫.০০ লক্ষ টাকা
২০.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১৭৮০.৪৪ লক্ষ টাকা
২০.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

২০.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বারিড পাইপ লাইনের মালামাল ক্রয়	কি.মি.	৩১৮	০৯	০৯	১০০
৫-কিউসেক পাম্প ও ভাসমান পাম্প স্কিমে ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (বারিড পাইপ)	কি.মি.	২৯৫	৮২.১৩	৮২.১৩	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৬০	১০	১০	১০০
পাইপ কালভার্ট	সংখ্যা	২১৯	০৯	০৯	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০	১৯	১৯	১০০

২০.১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
ইঞ্জিন/মটর ও পাম্প পরিচালনার জন্য পাম্প অপারেটরদের প্রশিক্ষণ	পাম্প অপারেটর	২৫	২৫	১০০

২১. ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)

২১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে স্বল্প দক্ষ, স্বল্প উৎপাদনশীল ও অপচয়মূলক পানি ব্যবস্থাপনা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক প্রণোদনা তৈরির ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণে সহায়তাকরণ;
- ০৫টি (পাঁচ) অঙ্গভিত্তিক (পানির পরিমাণভিত্তিক সেচ চার্জ, স্মার্ট কার্ড, অডউ প্রযুক্তি, পানি সরবরাহ দক্ষতা, কমিউনিটিভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনার) প্রস্তাবিত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিএমডিএ ও বিএডিসি-এর গভীর নলকূপ এলাকায় সেচে ব্যবহৃত পানির সাশ্রয়, দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ;
- অগভীর নলকূপ এবং বেসরকারি খাতে গভীর নলকূপ সেচের উপর সমীক্ষা পরিচালনা করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ সকল ক্ষেত্রে কীভাবে সেচ পানির বাজারকে আরো দক্ষ ও উৎপাদনশীল করা যায় তা নিরূপণ করা ।

২১.২ প্রকল্প এলাকা: ০৭টি বিভাগ, ১৩টি জেলা, ২৩টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রাজশাহী	রাজশাহী	গোদাগাড়ী, নাচোল, সাপাহার, পুঠিয়া
	নওগাঁ	নওগাঁ সদর, ধামুইরহাট, নিয়ামতপুর, পোরশা
	বগুড়া	দুপচাচিঁয়া
	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর
	পাবনা	ঈশ্বরদী
রংপুর	ঠাকুরগাঁও	রানীশংকৈল, হরিপুর, বালিয়াডাঙ্গী
ঢাকা	মানিকগঞ্জ	সাটুরিয়া
	গাজীপুর	শ্রীপুর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর
	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	দেবিদ্বার, বুড়িচং
সিলেট	হবিগঞ্জ	মাধবপুর
খুলনা	সাতক্ষীরা	শার্শা, কলারোয়া

২১.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩
২১.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	৪৩.৭৭ লক্ষ টাকা
২১.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৪.০০ লক্ষ টাকা
২১.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৪.০০ লক্ষ টাকা
২১.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩.৯২ লক্ষ টাকা
২১.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

২২. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বর্ষা মৌসুমের পর ছোট ও মাঝারি নদী/পাহাড়ি ছড়াগুলোতে রাবার ড্যাম দ্বারা ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ ও সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে রবি ও বোরো শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- ১০টি ড্যাম (৮টি রাবার ড্যাম ও ২টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম) নির্মাণ করে ১২,২৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে প্রতিবছর ৫৫,১২৫ মে. টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- সুবিধাভোগী দলের মধ্য হতে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে রাবার ড্যাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ;
- প্রশিক্ষণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে ৯০০ জন কৃষক, ৪,১৬০টি কৃষক পরিবার, ৭৭,৬২৫ জন শ্রমিকের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ।

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলায় নির্মিত হারবাংছড়া হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম

২২.২ প্রকল্প এলাকা: ০৪টি বিভাগ, ০৮টি জেলা, ১০টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	কলমাকান্দা
বরিশাল	পিরোজপুর	নাজিরপুর
	ঝালকাঠি	নলছিটি
সিলেট	হবিগঞ্জ	বাহুবল
	সুনামগঞ্জ	দোয়ারাবাজার
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, নাইক্ষ্যংছড়ি
	চট্টগ্রাম	লোহাগাড়া, আনোয়ারা
	কক্সবাজার	চকরিয়া

২২.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২২
২২.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	১৭৩০২.৬০ লক্ষ টাকা
২২.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৩৭৩.০০ লক্ষ টাকা
২২.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩৩০২.৫১ লক্ষ টাকা
২২.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩২৮৭.৪৭ লক্ষ টাকা
২২.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

২২.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	০২	০১	০১	১০০
রাবার ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	০৮	০৪	০৪	১০০
ড্যাম ব্যাগ ক্রয় ও স্থাপন	সংখ্যা	০৮	০২	০২	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার/রেগুলেটর নির্মাণ	সংখ্যা	১২	০৫	০৫	১০০
গাইড বাঁধ/বেড়ী বাঁধ নির্মাণ	কি.মি.	৩৪	১১	১১	১০০
নদী/খাল খনন/পুনঃখনন	কি.মি.	৩০	১২	১২	১০০
ইরিগেশন ইনলেট/আউটলেট/ইউ ড্রেন নির্মাণ	মিটার	৬০০	৩৬৬	৩৬৬	১০০

২৩. ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ১৬,১৮২ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে প্রায় ৮০,৯১০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- প্রকল্প এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত 'বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।

২৩.২ প্রকল্প এলাকা: ০২টি বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৫৬টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, নাগরপুর, কালিহাতী, মধুপুর, ঘাটাইল, বাসাইল, সখিপুর, মির্জাপুর, দেলদুয়ার, ভুয়াপুর, গোপালপুর, ধনবাড়ী
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, করিমগঞ্জ, কটিয়াদি, ইটনা, মিঠামইন, কুলিয়ারচর, বাজিতপুর, অষ্টগ্রাম, হোসেনপুর, তাড়াইল, পাকুন্দিয়া, ভৈরব, নিকলী
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর, গফরগাঁও, মুক্তাগাছা, হালুয়াঘাট, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল, ফুলবাড়ীয়া, ধোবাউড়া, গৌরীপুর
	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর, দুর্গাপুর, মোহনগঞ্জ, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া, পূর্বধলা, বারহাট্টা, মদন, খালিয়াজুরী, আটপাড়া
	জামালপুর	জামালপুর সদর, সরিষাবাড়ী, মেলান্দহ, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, বকশীগঞ্জ
	শেরপুর	শেরপুর সদর, ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী, নালিতাবাড়ি, নকলা

টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলায় বলিভদ্র ইউনিয়নে পুনঃখননকৃত ইসপিঞ্জারপুর খালের দুইপাশে সবজি চাষ

জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলায় কাশিমপুর ইউনিয়নে কাচারির খাল পুনঃখনন

২৩.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২
২৩.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	১৫৪৫৮.৪০ লক্ষ টাকা
২৩.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা
২৩.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা
২৩.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩২৯৮.৫৩ লক্ষ টাকা
২৩.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

২৩.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল/নালা পুনঃখনন	কি.মি.	২৫০	৬২	৬২	১০০
৫ কিউসেক এলএলপি স্কিমে বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কি.মি.	৭০	১৬	১৬	১০০
২ কিউসেক এলএলপি স্কিমে বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কি.মি.	২০০	৭৬	৭৬	১০০
২ কিউসেক গভীর নলকূপ স্কিমে বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	কি.মি.	১২০	৯.৫	৯.৫	১০০
সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল খনন	সংখ্যা	৬০	২০	২০	১০০
পানি নির্গমন ব্যবস্থা নির্মাণ	সংখ্যা	২৮০	৭৮	৭৮	১০০
গনকূ/এলএলপি স্কিমে পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২৫০	৭৩	৭৩	১০০
গনকূ/এলএলপি স্কিমে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	২৩০	১০০	১০০	১০০

২৩.১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
অপারেশন এন্ড মেইনটেইনেন্স অব ইরিগেশন ইকুইপমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ	স্কিম ম্যানেজার, অপারেটর ও ফিল্ডম্যান	১৮০	১৮০	১০০
অনফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এবং ইরিগেশন ইকুইপমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ	কৃষক	৩৬০	৩৬০	১০০

২৩.১১. ২০২০-২১ অর্থবছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি

সেমিনার/ কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
খাদ্য নিরাপত্তায় পানির ভূমিকা	কর্মকর্তা	৫০	৫০	১০০

২৪. রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

২৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৬,১৯৭ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর প্রায় ৭২,৮৮৭ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা তরান্বিতকরণ;
- পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও ফলন পার্থক্য হ্রাসকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

রংপুর জেলায় খাল খনন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

২৪.২ প্রকল্প এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০৪টি জেলা, ২৮টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	রংপুর	রংপুর সদর, গংগাচড়া, কাউনিয়া, পীরগাছা, পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, বদরগঞ্জ, তারাগঞ্জ
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ, জলঢাকা, ডোমার, ডিমলা
	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী, কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা, পাটগ্রাম
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, চিলমারী, রৌমারী, রাজীবপুর, নাগেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট

২৪.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২
২৪.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	১৪০৭৭.৮৩ লক্ষ টাকা
২৪.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৪০০০.০০ লক্ষ টাকা
২৪.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৪০০০.০০ লক্ষ টাকা
২৪.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৯৯৮.৯৯ লক্ষ টাকা
২৪.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

পোর্টেবল সেচ কার্যক্রম

নীলফামারী সদরে নির্মিত হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার

২৪.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ২-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয়	সেট	১০০	৬০	৬০	১০০
সৌরশক্তিচালিত ০.৫ কিউসেক এলএলপি ক্রয়	সেট	৫০	২০	২০	১০০
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	২০০	৫০	৫০	১০০
বড়, মাঝারী ও ছোট আকারের হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১১৮	৫৩	৫৩	১০০
আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৬০	৪৫	৪৫	১০০
১-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপি'র ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	কি.মি.	১০০	৫৫	৫৫	১০০
২-কিউসেক সাবমার্সিবল পাম্পের ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	কি.মি.	১৮০	৫০	৫০	১০০
২-কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ (প্রতিটি ৫০০ মিটার)	সংখ্যা	১৭০	৩৯	৩৯	১০০
০.৫-কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি'র ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৬০০ মিটার)	সংখ্যা	৫০	২০	২০	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০	৪০	৪০	১০০

২৫. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বিএডিসি'র বিদ্যমান পুরাতন অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকায়ন এবং নির্মাণের মাধ্যমে কাজের পরিবেশ উন্নয়নপূর্বক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও অবকাঠামোসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- মাঠ পর্যায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রম তদারকি জোরদারকরণ;
- সীমানা প্রাচীর সংস্কার ও নির্মাণ করে বিএডিসি'র সম্পদ অবৈধ দখলমুক্ত রাখা ও সংরক্ষিত সেচ যন্ত্রপাতি সুরক্ষা করা;
- খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা, নিবিড় পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ, অগ্রগতি তদারকি সহজীকরণ এবং সেচ নীতিমালা বাস্তবায়ন করা;
- মাঠ পর্যায়ের ক্যাম্পাসসমূহের সৌন্দর্যবর্ধন ও যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে পুকুর সংস্কার, বৃক্ষরোপণ ও আনুষঙ্গিক কাজ;
- কৃষকদের প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্যবিমোচন।

দিনাজপুরের বিরামপুরে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অফিস ভবন

সিরাজগঞ্জ জেলায় নির্মিত সেচভবনের প্রধান ফটক

২৫.২ প্রকল্প এলাকা: ০৮টি বিভাগ, ৬৩টি জেলা, ১৫৫টি উপজেলা ও ১০টি সিটি কর্পোরেশন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, পলাশ
	গাজীপুর	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, নিকলী, অষ্টগ্রাম, ইটনা, কুলিয়ারচর, মিঠামইন
	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, মধুপুর, ঘাটাইল, মির্জাপুর
	রাজবাড়ী	বালিয়াকান্দি, পাংশা
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, সদরপুর
	মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ সদর, গজারিয়া, সিরাজদিখান
	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার
	মানিকগগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর, সিংগাইর, দৌলতপুর
	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর
	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর, রাজৈর, কালকিনি
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালিপাড়া, মুকসুদপুর, টুঙ্গিপাড়া
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ সদর, নান্দাইল, মুক্তাগাছা, ফুলপুর, ফুলবাড়ীয়া
	নেত্রকোণা	খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা সদর, বারহাট্টা, মোহনগঞ্জ
	জামালপুর	জামালপুর সদর, দেওয়ানগঞ্জ, সরিষাবাড়ী, মেলান্দহ
	শেরপুর	নালিতাবাড়ি, শেরপুর সদর, শ্রীবরদী
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বাকেরগঞ্জ, মুলাদী
	ভোলা	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, কলাপাড়া
	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর, রাজাপুর
	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর, ইন্দুরকানী
রংপুর	রংপুর	রংপুর সিটি কর্পোরেশন
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর
	লালমনিরহাট	কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট সদর, পাটগ্রাম
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, চর রাজিবপুর, নাগেশ্বরী

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রাজশাহী	দিনাজপুর	বিরামপুর, দিনাজপুর সদর
	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর, সুন্দরগঞ্জ, সাদুল্লাপুর, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী
রাজশাহী	বগুড়া	বগুড়া সদর, গাবতলী, শেরপুর, শিবগঞ্জ, নন্দিগ্রাম, দুপচাচিয়া
	নওগাঁ	নওগাঁ সদর
	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর, পাঁচবিবি, কালাই
	পাবনা	পাবনা সদর
	রাজশাহী	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
	নাটোর	নাটোর সদর, গুরুদাসপুর, বড়াইগ্রাম
	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ সদর, কাজীপুর, উল্লাপাড়া
সিলেট	হবিগঞ্জ	বানিয়াচং, হবিগঞ্জ সদর, আজমিরীগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর, দিরাই, ধর্মপাশা, জগন্নাথপুর
	সিলেট	বিয়ানীবাজার, সিলেট সিটি কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, মুরাদনগর
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, মতলব
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর
	ফেনী	ফেনী সদর, সোনাগাজী
	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর, রামগঞ্জ
	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, হাটহাজারী, রাউজান, সাতকানিয়া, চন্দনাইশ
	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর, রামু, চকরিয়া
	বান্দরবান	নাইক্ষ্যংছড়ি, লামা, বান্দরবান সদর
	খাগড়াছড়ি	মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি সদর
	রাঙ্গামাটি	বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি সদর

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	যশোর	বাঘারপাড়া, শার্শা, যশোর সদর, মনিরামপুর
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর
	খুলনা	খুলনা সিটি কর্পোরেশন
	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, ফকিরহাট, মোড়েলগঞ্জ
	সাতক্ষীরা	কলারোয়া, সাতক্ষীরা সদর
	মাগুরা	মাগুরা সদর, শালিখা
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর
	নড়াইল	নড়াইল সদর, কালিয়া
	ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ, কোর্টচাঁদপুর, মহেশপুর, ঝিনাইদহ সদর

২৫.৩ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩

২৫.৪ প্রকল্প ব্যয় : ২২০০২.৬৪ লক্ষ টাকা

২৫.৫ ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা

২৫.৬ ২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা

২৫.৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৫৪৯৮.৯৯ লক্ষ টাকা

২৫.৮ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২৫.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
অফিস ভবন সংস্কার	সংখ্যা	৫৮	২০	২০	১০০
আবাসিক ভবন সংস্কার	সংখ্যা	০৫	০২	০২	১০০
সীমানা প্রাচীর সংস্কার	রা.মি..	৬৩২৩	১৬০০	১৬০০	১০০
গুদাম সংস্কার	সংখ্যা	৩৪	০৬	০৬	১০০
অভ্যন্তরীণ রাস্তা সংস্কার/উন্নয়ন	ব.ফু.	২,৪৩,০০০	৭৫০০০	৭৫০০০	১০০
মিরপুরস্থ স্টাফ কোয়ার্টার সংস্কার	সংখ্যা	০১	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
বিএডিসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মেরামত	সংখ্যা	০৫	০১	০১	১০০
প্রধান কার্যালয় আধুনিকীকরণ	সংখ্যা	০১	০১ (চলমান)	০১ (চলমান)	১০০

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
ঢাকাস্থ সেচ ভবন আধুনিকীকরণ	সংখ্যা	০১	০১ (চলমান)	০১ (চলমান)	১০০
অফিস ভবন কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	৫৭	৩৮ (আংশিক)	৩৮ (আংশিক)	১০০
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমিটরী নির্মাণ	সংখ্যা	০৪	০৪ (চলমান)	০৪ (চলমান)	১০০
রেস্ট হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	০১	০১ (চলমান)	০১ (চলমান)	১০০
বিদ্যমান ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	সংখ্যা	০৩	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
গেট নির্মাণ	সংখ্যা	৩৭	০৯ (আংশিক)	০৯ (আংশিক)	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	১৬৩৩০	৪৩৭৬	৪৩৭৬	১০০
ঘাট নির্মাণ	সংখ্যা	০৮	০২	০৪	২০০

২৬. বৃহত্তর ঢাকা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

২৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল/নালা পুনঃখনন, এলএলপি স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ২৭,৮০০ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ১,২৫,১০০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- প্রকল্পের আওতায় ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সবজিসহ অন্যান্য ফসল চাষে সম্পূরক সেচ প্রদান করা;
- প্রকল্প এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত 'বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও টেকসইকরণ;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচদক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

ঢাকার নবাবগঞ্জে নবগ্রাম খাল পুনঃখনন

ঢাকার নবাবগঞ্জে নির্মিত সেচনালা

২৬.২ প্রকল্প এলাকা: ০১টি বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৩০টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর, সিংগাইর, শিবালয়, মানিকগঞ্জ সদর, সাটুরিয়া, ঘিওর, দৌলতপুর
	মুন্সীগঞ্জ	গজারিয়া, লৌহজং, সিরাজদিখান, টঙ্গিবাড়ী, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ সদর
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, রায়পুরা, শিবপুর, মনোহরদী, বেলাবো
	গাজীপুর	গাজীপুর সদর, কালিয়াকৈর, কালীগঞ্জ, কাপাসিয়া, শ্রীপুর
	ঢাকা	দোহার, নবাবগঞ্জ, ধামরাই, সাভার
	নারায়ণগঞ্জ	রুপগঞ্জ, আড়াইহাজার, সোনারগাঁও

২৬.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২
২৬.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	১৩৬৭২.৫০ লক্ষ টাকা
২৬.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা
২৬.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা
২৬.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৬৯৮.১৫ লক্ষ টাকা
২৬.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

২৬.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বৈদ্যুতিক মটর ও আনুষাঙ্গিক মালামালসহ ৫ কিউসেক এলএলপি ক্রয়	সেট	২০	১২	১২	১০০
বৈদ্যুতিক মটর ও আনুষাঙ্গিক মালামালসহ ২ কিউসেক এলএলপি ক্রয়	সেট	১২৫	৪০	৪০	১০০
৫ কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয়	সেট	২০	০৫	০৫	১০০
২ কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয়	সেট	১২৫	৪০	৪০	১০০
৫ কিউসেক পুরাতন এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ মালামাল ক্রয়	সেট	৫০	১৭	১৭	১০০
২ কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপ ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ মালামাল ক্রয়	সেট	১০০	৩০	৩০	১০০
গভীর নলকূপের পাম্প হাউস পুনঃনির্মাণ	সংখ্যা	১০০	৩৭	৩৭	১০০
খাল নালা পুনঃখনন	কি.মি.	৩৫০	৭৫	৭৫	১০০
৫ কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২০	১১	১১	১০০
২ কিউসেক এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১২৫	৩৬	৩৬	১০০
৫ কিউসেক পুরাতন এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	সংখ্যা	৫০	১৮	১৮	১০০
২ কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপ ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ (প্রতিটি ৬০০ মিটার)	সংখ্যা	১০০	৫৪	৫৪	১০০
বিভিন্ন ধরনের পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ (বড় ৫টি, মাঝারি ২০টি ও ছোট ২৬টি)	সংখ্যা	১৬০	৫১	৫১	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৪৫	৪০	৪০	১০০

২৭. কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

২৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন, এলএলপি স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৯,৮২৯ হেক্টর জমিতে বোরো ফসলের পাশাপাশি টি-আমন এ সম্পূরক সেচ এবং শাকসবজির জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচসুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর ৯৯,১৪৫ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি (ড্রিপ, স্প্রিংকলার, বারিড পাইপ, সেনিপা ইত্যাদি) প্রয়োগ ও কৃষক/কৃষাণীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সেচ কাজে নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষক/কৃষাণীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্যবিমোচন ।

২৭.২ প্রকল্প এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০৩টি জেলা, ৩৪টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, লালমাই, বুড়িচং, ব্রাহ্মণপাড়া, বরুড়া, চান্দিনা, লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, নাঙ্গলকোট, দেবিদ্বার, মুরাদনগর, দাউদকান্দি, হোমনা, মেঘনা, তিতাস
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি, মতলব দক্ষিণ, মতলব উত্তর, হাইমচর, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, কসবা, নবীনগর, নাসিরনগর, সরাইল, বাঞ্ছারামপুর, আখাউড়া, আশুগঞ্জ, বিজয়নগর

প্রকল্পের আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর উপজেলার কান্দুলিয়া খাল পুনঃখননের পূর্বের ও পরের চিত্র

২৭.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
২৭.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	৩২৫৫৩.৩৬ লক্ষ টাকা
২৭.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৬০০০.০০ লক্ষ টাকা
২৭.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৬০০০.০০ লক্ষ টাকা
২৭.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৫৯৯৯.৭৭ লক্ষ টাকা
২৭.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

২৭.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
৫/২/১ কিউসেক পাম্পের ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিডপাইপ) নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	মিটার	১৯৬০০০	৫৬১০০	৫৬১০০	১০০
১টি জোন ও ১৪টি ইউনিট অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	০৪	০৪	১০০
সেচ ও নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৪০০	১৯৭	১৯৭	১০০
সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	৫১	০৫	০৫	১০০
বিভিন্ন ধরনের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১৮১৮	১৯১	১৯১	১০০
১ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি পাম্প স্থাপন এবং প্রতিটি ১০০০ মিটার ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিডপাইপ) মালামাল সরবরাহসহ নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	০৩	০৩	১০০
১/২/৫ কিউসেক বৈদ্যুতিক এলএলপি স্কিমে ইউপিভিসি ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১১৪	৬০	৬০	১০০
২ কিউসেক পুরাতন ফোর্সমোড নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	৫০	৫০	১০০
কর্মসূচির মাধ্যমে স্থাপিত ২ কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ	সংখ্যা	৬০	২০	২০	১০০
স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতির প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	০৬	০১	০১	১০০
ড্রিপসেচ পদ্ধতিতে প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	৫১	০২	০২	১০০
পুরাতন গভীর নলকূপ উন্নয়ন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	৮০	৫০	৫০	১০০
বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	২৪০	৬০	৬০	১০০

২৭.১০. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
কৃষক, কৃষাণী, ম্যানেজার, পাম্প অপারেটরদের প্রশিক্ষণ	স্কিম ম্যানেজার/ কৃষক	১৫০	১৫০	১০০
কর্মচারীদের অফিস ব্যবস্থাপনা ও ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ	কর্মচারী	৩০	৩০	১০০
কর্মকর্তাদের ইজিপি, ই-ফাইলিং, জিআইএস, অটোক্যাড এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা	৩০	৩০	১০০

২৭.১১. ২০২০-২১ অর্থবছরে সেমিনার/কর্মশালার তথ্যাদি

সেমিনার/ কর্মশালার নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরন	২০২০-২১		অর্জনের হার (%)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অর্জন (জন)	
সেমিনার	কর্মকর্তা	৫০	৫০	১০০

২৮. বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)

২৮.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল/নালা পুনঃখনন, এলএলপি স্থাপন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ২০,২৯০ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচসুবিধা সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ৯১,৩০৫ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- প্রকল্পের আওতায় ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচসুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সবজিসহ অন্যান্য ফসল চাষে সম্পূরক সেচ প্রদান করা;
- প্রকল্প এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত 'বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও টেকসই করণ;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের আধুনিক সেচ প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ ।

গোপালগঞ্জ সদরে নির্মিত সেচ অবকাঠামো

রাজবাড়ি জেলায় নির্মিত হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার

২৮.২ প্রকল্প এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০৫টি জেলা, ২৯টি উপজেলা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, বোয়ালমারী, মধুখালী, আলফাডাঙ্গা, চরভদ্রাসন, সদরপুর, নগরকান্দা, সালথা, ভাংগা
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালিপাড়া, মুকসুদপুর, টুঙ্গিপাড়া
	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর, গোয়ালন্দ, পাংশা, কালুখালি, বালিয়াকান্দি
	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর, রাজৈর, কালকিনি, শিবচর
	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর, নড়িয়া, জাজিরা, ডামুড্যা, ভেদরগঞ্জ, গোসাইরহাট

২৮.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
২৮.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	২০০৫৯.৫০ লক্ষ টাকা
২৮.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা
২৮.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা
২৮.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৪৯৯.০০ লক্ষ টাকা
২৮.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

২৮.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ/ ফিটিংস ক্রয়	সেট	৩০	১০	১০	১০০
২-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ/ ফিটিংস ক্রয়	সেট	১৪৪	৬০	৬০	১০০
২-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত পুরাতন গভীর নলকূপের বিদ্যমান সিসি পাইপের সেচনালা ভূগর্ভস্থ ইউপিভিসি সেচনালায় রূপান্তরের জন্য ইউপিভিসি পাইপ/ ফিটিংস ক্রয়	সেট	১১০	৬০	৬০	১০০
২-কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ/ ফিটিংস ক্রয়	সেট	১০০	৪০	৪০	১০০
১-কিউসেক এলএলপির জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৮০০ মি.)	সংখ্যা	৩০	০৮	০৮	১০০
২-কিউসেক এলএলপির জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১২০০ মি.)	সংখ্যা	১৪৪	৫৭	৫৭	১০০
২-কিউসেক পুরাতন গভীর নলকূপের বিদ্যমান সিসি পাইপের সেচনালা ভূগর্ভস্থ ইউপিভিসি সেচনালায় রূপান্তর (প্রতিটি ১২০০ মি.)	সংখ্যা	১১০	৪১	৪১	১০০
সেচ ও নিষ্কাশন খালনালা পুনঃখনন	সংখ্যা	৩৫০	৫৭	৫৭	১০০
বৃহদাকার ক্ষুদ্রসেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৬০	০৫	০৫	১০০
মধ্যমাকার ক্ষুদ্রসেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০	১৩	১৩	১০০
ক্ষুদ্রাকার ক্ষুদ্রসেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৩০০	৩০	৩০	১০০
১/২/৫ কিউসেক এলএলপির জন্য ট্রান্সফর্মার ও অন্যান্য মালামাল সরবরাহসহ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১০	০৫	০৫	১০০
২-কিউসেক গণকূর জন্য ট্রান্সফর্মার ও অন্যান্য মালামাল সরবরাহসহ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৭৮	৮৫	৮৫	১০০

অধ্যায়-৪

সার ব্যবস্থাপনা উইং

অধ্যায়-৪

সার ব্যবস্থাপনা উইং

১৯৬২-৬৩ সালে ৫০ হাজার মে. টন সার সংগ্রহ ও বিতরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে এককভাবে বিএডিসি কর্তৃক সার বিতরণ কার্যক্রম চলমান থাকে। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২-৯৩ সাল হতে ২০০৫-০৬ সাল পর্যন্ত বিএডিসি'র সার বিতরণ কার্যক্রম বন্ধ থাকে। গত ২০০৬-০৭ সাল হতে বিএডিসিতে পুনরায় সীমিত আকারে নন-নাইট্রোজেনাস (টিএসপি ও এমওপি) সার আমদানি ও বিতরণের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করে। টিএসপি ও এমওপি সার আমদানি ও বিতরণে বিএডিসি'র সাফল্যে সরকার কর্তৃক বিএডিসিকে ডিএপি সার আমদানি ও বিতরণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে বিএডিসি'র মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় তিউনিশিয়া ও মরক্কো হতে টিএসপি, মরক্কো ও সৌদি আরব হতে ডিএপি এবং বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে এমওপি সার আমদানি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে টিএসপি ৩.৮৬ লক্ষ মে. টন, এমওপি ৪.১৬ লক্ষ মে. টন ও ডিএপি ৬.৮৯ লক্ষ মে. টন, সর্বমোট ১৪.৯১ লক্ষ মে. টন সার আমদানি করা হয়েছে। উক্ত সময়ে টিএসপি ৪.২৭ লক্ষ মে. টন, এমওপি ৫.২৭ লক্ষ মে. টন ও ডিএপি ৬.১২ লক্ষ মে. টন, সর্বমোট ১৫.৬৬ লক্ষ মে. টন সার কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। বিএডিসি'র ২১টি সার অঞ্চলের ৪৭টি বিক্রয় কেন্দ্র হতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ মোতাবেক সারা দেশব্যাপী বিএডিসি নিবন্ধিত সার ডিলারের মাধ্যমে সার বিক্রয়/বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সারণি ১. ২০২০-২১ অর্থবছরে সার আমদানি ও বিতরণ: (লক্ষ মে. টন)

সারের নাম	২০২০-২১	
	আমদানি	বিতরণ
টিএসপি	৩.৮৬	৪.২৭
এমওপি	৪.১৬	৫.২৭
ডিএপি	৬.৮৯	৬.১২
মোট	**১৪.৯১**	**১৫.৬৬**

সারণি ২. ২০২০-২১ অর্থবছরে বিএডিসি'র নন-নাইট্রোজেনাস সারের ডিলার ও কৃষক পর্যায়ে ভর্তুকিমূল্য নিম্নরূপ:

সারের নাম	ডিলার পর্যায় (টাকা/কেজি)	কৃষক পর্যায় (টাকা/কেজি)
টিএসপি	২০.০০	২২.০০
এমওপি	১৩.০০	১৫.০০
ডিএপি	১৪.০০	১৬.০০

সারণি ৩. বিএডিসি'র নিবন্ধিত সার ডিলারের সংখ্যা:

ক্রমিক নং	ডিলার	ডিলার সংখ্যা
১.	বিএডিসি	৪,৭৭৬
২.	বিসিআইসি	১,৭০৭
	মোট	**৬,৪৮৩**

১. বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের নন-নাইট্রোজেনাস সার সংরক্ষণ ক্ষমতা বর্তমান পর্যায়ের চেয়ে ৫০% বৃদ্ধির মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- সুষ্ঠুভাবে ও সময়মতো প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় সার সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- গুদাম, অফিস রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সীমানা প্রাচীর

১.২ প্রকল্প এলাকা: ০৮টি বিভাগ, ৫৯টি জেলা, ১২৮টি উপজেলা ও ০৮টি সিটি কর্পোরেশন

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বাকেরগঞ্জ
	বরগুনা	বরগুনা সদর, বেতাগী
	ভোলা	ভোলা সদর
	ঝালকাঠি	নলছিটি
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চন্দনাইশ, বাঁশখালী
	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর
	বান্দরবান	বান্দরবান সদর
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, কসবা, সরাইল, নাসিরনগর
	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ, কচুয়া
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর, দাউদকান্দি, চান্দিনা, লাকসাম, দেবিদ্বার, মুরাদনগর
	ফেনী	ফেনী সদর, পরশুরাম
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ
	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর, লংগদু, কাউখালী

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা
	খাগড়াছড়ি	পানছড়ি, রামগড়
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
	গাজীপুর	কালীগঞ্জ
	গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, ভৈরব, হোসেনপুর, করিমগঞ্জ, কটিয়াদী, কুলিয়ারচর, নিকলী, বাজিতপুর, অষ্টগ্রাম
	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর
	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর
	মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ সদর
	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার
	নরসিংদী	নরসিংদী সদর
	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর
	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, মধুপুর, কালিহাতী, নাগরপুর, মির্জাপুর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর, আটপাড়া, মদন, খালিয়াজুরী, দুর্গাপুর, মোহনগঞ্জ
	শেরপুর	নালিতাবাড়ী, ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী
	জামালপুর	জামালপুর সদর, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ, সরিষাবাড়ী, মেলান্দহ
খুলনা	খুলনা	খুলনা সিটি কর্পোরেশন, ফুলতলা
	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, মোড়েলগঞ্জ
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর, জীবননগর
	যশোর	যশোর সদর, ঝিকরগাছা
	ঝিনাইদহ	কোটচাঁদপুর
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর, খোকসা, ভেড়ামারা, কুমারখালী
	মাগুরা	মাগুরা সদর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী
	নড়াইল	নড়াইল সদর

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা
	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর, আশাশুনি
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
	বগুড়া	বগুড়া সদর, গাবতলী, শিবগঞ্জ, ধুনট,আদমদিঘি
	জয়পুরহাট	ক্ষেতলাল
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর
	নওগাঁ	নওগাঁ সদর, আত্রাই, বদলগাছী, নিয়ামতপুর, মহাদেবপুর
	নাটোর	নাটোর সদর
	পাবনা	পাবনা সদর, আটঘরিয়া, চাটমোহর, ঈশ্বরদী
	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, কামারখন্দ
রংপুর	রংপুর	রংপুর সিটি কর্পোরেশন, কাউনিয়া, বদরগঞ্জ
	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর, বিরামপুর, বীরগঞ্জ, হাকিমপুর, বোচাগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, পার্বতীপুর
	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর
	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর
	নীলফামারী	সৈয়দপুর
	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
সিলেট	সিলেট	সিলেট সিটি কর্পোরেশন, গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ
	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর, আজমিরীগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	কুলাউড়া
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর

১.৩	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪
১.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	৩১১০০.০০ লক্ষ টাকা
১.৫	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৭০০০.০০ লক্ষ টাকা
১.৬	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৭০০০.০০ লক্ষ টাকা
১.৭	২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৬৯৯৯.৩০ লক্ষ টাকা
১.৮	২০২০-২১ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী সদরে ভূমি উন্নয়ন

১.৯ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজ

কাজের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০২০-২১		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	১১০	১৬	১৬	১০০
বিদ্যমান গুদাম রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	১৩২	১০	১০	১০০
প্রি ফেব্রিক্যাটেড স্টিল গুদাম নির্মাণ	ব.মি.	১০০০০০	২৩০০০	২৩০০০	১০০
আনসার শেড/গ্যারেজ/লোডিং আনলোডিং শেড	সংখ্যা	১০০	০৬	০৬	১০০
আরসিসি সড়ক	ব.মি.	২৫০০০	১১২০০	১১২০০	১০০
সীমানা প্রাচীর	রা.মি.	১৬৫৭০	৫২০০	৫২০০	১০০
প্যালাসাইটিং/রিটেইনিং ওয়াল	রা.মি.	১০০০	২২০	২২০	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘ.মি.	১২৫০০০	৮০০০০	৮০০০০	১০০

অধ্যায়-৫

অর্থায়ন

অধ্যায়-৫

অর্থায়ন

বিএডিসি ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় ২৬টি প্রকল্প ও ১৭টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ২৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৮টি প্রকল্প ফসল সাব-সেক্টর এবং ১৮টি প্রকল্প সেচ সাব-সেক্টরের আওতাধীন। ১৭টি কর্মসূচির মধ্যে ৭টি ফসল সাব-সেক্টর এবং ১০টি সেচ-সাব সেক্টরের আওতাধীন।

সারণি ১.১ : রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১৭টি কর্মসূচির মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)

সাব-সেক্টর: সংখ্যা	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
ফসল: ০৭টি	১৩০০০.০০	৪০৪২৬.৪২	-	৫৩৪২৬.৪২
সেচ: ১০টি	২৭৪১.১০	-	-	২৭৪১.১০
মোট: ১৭টি	১৫৭৪১.১০	৪০৪২৬.৪২	-	৫৬১৬৭.৫২

সারণি ১.২ : রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১৭টি কর্মসূচির মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)

সাব-সেক্টর: সংখ্যা	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
ফসল: ০৭টি	১৩০০০.০০	৩৮৫৭২.৮৩	-	৫১৫৭২.৮৩
সেচ: ১০টি	২৭২৫.৯৩	-	-	২৭২৫.৯৩
মোট: ১৭টি	১৫৭২৫.৯৩	৩৮৫৭২.৮৩	-	৫৪২৯৮.৭৬

সারণি ১.৩ : এডিপিভুক্ত ২৬টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)

সাব-সেক্টর: সংখ্যা	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
ফসল: ৮টি	২১৩৩৮.০০	-	-	২১৩৩৮.০০
সেচ: ১৮টি	৫৪৫০৯.০০	-	৬৬৩৭.০০	৬১১৪৬.০০
মোট: ২৬টি	৭৫৮৪৭.০০	-	৬৬৩৭.০০	৮২৪৮৪.০০

সারণি ১.৪ : এডিপিভুক্ত ২৬টি প্রকল্পের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)

সাব-সেক্টর: সংখ্যা	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
ফসল: ৮টি	২১২৬৬.৫৬	-	-	২১২৬৬.৫৬
সেচ: ১৮টি	৫৪২৫২.০৩	-	৫৩৯৫.০০	৫৯৬৪৭.০৩
মোট: ২৬টি	৭৫৫১৮.৫৯	-	৫৩৯৫.০০	৮০৯১৩.৫৯

পরিশিষ্ট-ক

২০২০-২১ অর্থবছরে ফসল সাব-সেক্টরের কার্যক্রমসমূহের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	কাজের নাম	জিওবি	নিজস্ব	মোট
১	বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	১৭০০.০০	৬৪০০.০০	৮১০০.০০
২	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৬০০.০০	৫৭০.০০	১১৭০.০০
৩	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	৮২২৫.০০	২৭৩৯৭.৫০	৩৫৬২২.৫০
৪	পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৭০০.০০	২৭০১.৪১	৩৪০১.৪১
৫	বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৮০০.০০	২৭২৫.৬০	৩৫২৫.৬০
৬	জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৫২৫.০০	৩৩০.০০	৮৫৫.০০
৭	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম	৪৫০.০০	৩০১.৯১	৭৫১.৯১
	মোট	**১৩,০০০.০০**	৪০,৪২৬.৪২	৫৩,৪২৬.৪২

২০২০-২১ অর্থবছরে ফসল সাব-সেক্টরের কার্যক্রমসমূহের ব্যয় (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	কাজের নাম	জিওবি	নিজস্ব	মোট
১	বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	১৭০০.০০	৫৮৫০.০১	৭৫৫০.০১
২	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৬০০.০০	৫৩০.৩২	১১৩০.৩২
৩	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	৮২২৫.০০	২৬৭১৩.৮১	৩৪৯৩৮.৮১
৪	পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৭০০.০০	২১৯১.৬৯	২৮৯১.৬৯
৫	বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৮০০.০০	২৬৯৩.৩২	৩৪৯৩.৩২
৬	জাতীয় সবজি বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৫২৫.০০	৩৩০.০০	৮৫৫.০০
৭	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম	৪৫০.০০	২৬৩.৬৮	৭১৩.৬৮
	মোট	**১৩,০০০.০০**	**৩৮,৫৭২.৮৩**	**৫১,৫৭২.৮৩**

পরিশিষ্ট-খ

২০২০-২১ অর্থবছরে ফসল সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	জিওবি	নিজস্ব	মোট
১	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প;	৮৯০.০০	-	৮৯০.০০
২	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজআলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩৯৩.০০	-	৩৯৩.০০
৩	বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প	২৬৫৪.০০	-	২৬৫৪.০০
৪	মানসম্পন্ন মসলাবীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প	৯৭৫.০০	-	৯৭৫.০০
৫	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	৮১৭.০০	-	৮১৭.০০
৬	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)	৩৮১.০০	-	৩৮১.০০
৭	মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প	৮২২৮.০০	-	৮২২৮.০০
৮	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৭০০০.০০	-	৭০০০.০০
	মোট	**২১,৩৩৮.০০**	-	**২১,৩৩৮.০০**

২০২০-২১ অর্থবছরে ফসল সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের ব্যয় (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	জিওবি	নিজস্ব	মোট
১	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প;	৮৮৯.৮৭	-	৮৮৯.৮৭
২	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজআলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩৯২.৫২	-	৩৯২.৫২
৩	বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প	২৬৫০.৩২	-	২৬৫০.৩২
৪	মানসম্পন্ন মসলাবীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ প্রকল্প	৯৭৪.৯০	-	৯৭৪.৯০
৫	বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	৮১৭.০০	-	৮১৭.০০
৬	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)	৩১৫.৯৬	-	৩১৫.৯৬
৭	মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প	৮২২৬.৬৯	-	৮২২৬.৬৯
৮	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৬৯৯৯.৩০	-	৬৯৯৯.৩০
	মোট	**২১,২৬৬.৫৬**	-	**২১,২৬৬.৫৬**

পরিশিষ্ট-গ

২০২০-২১ অর্থবছরে সেচ সাব-সেক্টরের কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয় (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	বরাদ্দ	ব্যয়
১	সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় চিলাই নদীতে নির্মিত রাবার ড্যামের উজানে পানির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তীর সংরক্ষণ ও গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	১০১.০০	১০০.৬০
২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি	৫৩৩.৮০	৫১৯.৫৯
৩	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় চেল্লাখালীতে নির্মিত রাবার ড্যামের তীর সংরক্ষণ ও পানির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গভীরতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	৪০২.৭০	৪০২.৭০
৪	নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় হাওরে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও কৃষকদের নিরাপদ ও দ্রুত ফসল পরিবহন সুবিধা প্রদান কর্মসূচি	৭৮.৫০	৭৮.৫০
৫	চট্টগ্রাম জেলার গুমাই বিলসহ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সেচ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ কর্মসূচি	৩৭.০০	৩৬.৬৯
৬	মুন্সীগঞ্জ জেলায় ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	২৫৬.৪৬	২৫৬.৩৯
৭	গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি কর্মসূচি	২০৭.৭৫	২০৭.৭৩
৮	গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি	৩৩৬.২৫	৩৩৬.২২
৯	নোয়াখালী জেলার কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি	৬১৬.০০	৬১৫.৯৭
১০	খুলনা জেলার ডাকাতিয়া বিল জলাবদ্ধতা নিরসন ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি	১৭১.৬৪	১৭১.৫৪
	মোট	**২,৭৪১.১০**	**২,৭২৫.৯৩**

পরিশিষ্ট-ঘ

২০২০-২১ অর্থবছরে সেচ সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
১.	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ–৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	১৪২৫.০০	-	-	১৪২৫.০০
২.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	২৬২৫.০০	-	-	২৬২৫.০০
৩.	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৫৫৪.০০	-	-	১৫৫৪.০০
৪.	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬০৪.০০	-	-	৬০৪.০০
৫.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	২২০০.০০	-	-	২২০০.০০
৬.	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩১৫০.০০	-	-	৩১৫০.০০
৭.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)	১২৮৯.০০	-	৬৬৩৭.০০	৭৯২৬.০০
৮.	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৮০০০.০০	-	-	৮০০০.০০
৯.	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	২৫০০.০০	-	-	২৫০০.০০
১০.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	১৭৮৫.০০	-	-	১৭৮৫.০০
১১.	ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)	০৪.০০	-	-	০৪.০০
১২.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩৩৭৩.০০	-	-	৩৩৭৩.০০
১৩.	ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩৩০০.০০	-	-	৩৩০০.০০
১৪.	রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৪০০০.০০	-	-	৪০০০.০০
১৫.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫৫০০.০০	-	-	৫৫০০.০০
১৬.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৭০০.০০	-	-	৩৭০০.০০
১৭.	কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	৬০০০.০০	-	-	৬০০০.০০
১৮.	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প–৪র্থ পর্যায়	৩৫০০.০০	-	-	৩৫০০.০০
	মোট	**৫৪,৫০৯.০০**	**-**	**৬৬৩৭.০০**	**৬১,১৪৬.০০**

২০২০-২১ অর্থবছরে সেচ সাব-সেক্টরের প্রকল্পসমূহের ব্যয় (লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	জিওবি	নিজস্ব	পিএ	মোট
১.	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ–৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	১৩৯৮.৫৭	-	-	১৩৯৮.৫৭
২.	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	২৬২৪.৭৭	-	-	২৬২৪.৭৭
৩.	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৫৫৩.৭৬	-	-	১৫৫৩.৭৬
৪.	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬০৪.০০	-	-	৬০৪.০০
৫.	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	২১৮৯.৬৩	-	-	২১৮৯.৬৩
৬.	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩১৪৬.০০	-	-	৩১৪৬.০০
৭.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)	১১৯৯.০০	-	৫৩৯৫.০০	৬৫৯৪.০০
৮.	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৭৯৯৩.২৯	-	-	৭৯৯৩.২৯
৯.	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প	২৪৭৭.৮০	-	-	২৪৭৭.৮০
১০.	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প–৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	১৭৮০.৪৪	-	-	১৭৮০.৪৪
১১.	ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)	০৩.৯২	-	-	০৩.৯২
১২.	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩২৮৭.৪৭	-	-	৩২৮৭.৪৭
১৩.	ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩২৯৮.৫৩	-	-	৩২৯৮.৫৩
১৪.	রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৩৯৯৮.৯৯	-	-	৩৯৯৮.৯৯
১৫.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫৪৯৮.৯৪	-	-	৫৪৯৮.৯৪
১৬.	বৃহত্তর ঢাকা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৬৯৮.১৫	-	-	৩৬৯৮.১৫
১৭.	কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	৫৯৯৯.৭৭	-	-	৫৯৯৯.৭৭
১৮.	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প–৪র্থ পর্যায়	৩৪৯৯.০০	-	-	৩৪৯৯.০০
	মোট	**৫৪,২৫২.০৩**	**-**	**৫৩৯৫.০০**	**৫৯,৬৪৭.০৩**

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইটঃ www.badc.gov.bd
বিএডিসি.বাংলা